মানভূম সংবাদ

☎ 9434180792
9046146814
9932947742
Office- 7063894018

GOVT. OF INDIA RNI REGN. NO.71060/99

নিরপেক্ষ মানুষের নিজস্ব দৈনিক

www.manbhumsambad.com
manbhumsambad@gmail.com

২৬ বর্ষ ১৩ সংখ্যা	পুরুল্যা	১৩ এপ্রিল, ২০২৪, শনিবার	৩০ চৈত্র, ১৪৩০	দাম ৩ টাকা	মোট পৃষ্ঠা ৮
26 yr 13 Issue	Purulia	13 April, 2024, Saturday	30 Chaitra, 1430	Price- Rs.3.00	

'দুর্গতদের ১.২০ লক্ষ টাকা দেবেন মমতা, ব্যবস্থা নিলে নিক কমিশন'

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১২ এপ্রিলঃ নির্বাচন কমিশন 'অনুমতি' দিক বা না-দিক, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার জলপাইগুড়িতে ঝড়ে দুর্গতদের ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা করে দেবে। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সেই টাকা পৌঁছে যাবে বলে জানিয়ে দিলেন তৃণমূলে সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। গত বুধবার ঝড়ে দুর্গতদের ক্ষতিপূরণ নিয়ে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গে দেখা করেছিলেন অভিষেক। এর পর শুক্রবার ময়নাগুড়ির বার্নিশে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির সঙ্গে কথা বলেন তিনি। পরে তৃণমূলের সেনাপতি জানান, যদি কমিশন চায় সরকারের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতেই পারে। কিন্তু রাজ্য সরকার অর্থ-সাহায্য করবেই। তাঁর কথায়, "ইসি আমাদের সরকারের বিরুদ্ধে কেস করতে চাইলে করতেই পারে, কিন্তু আমরা অর্থ-সাহায্য করবই।" এর সঙ্গে আবাস প্রকল্পে 'বঞ্চনা' নিয়েও বিজেপি শাসিত কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন অভিষেক। বলেছেন, "আবাসের টাকাও ওরা আটকেছে!" ঘূর্ণিঝড়ের ১২ দিন পরে এখনও বিপর্যস্ত অঞ্চলের দুর্গতদের অনেকেই খোলা আকাশের নীচে ত্রিপল টাঙিয়ে রয়েছেন বলে অভিযোগ। সরকারি সূত্রে খবর, প্রশাসনের তরফে ত্রাণ শিবির করে দেওয়া হলেও দুর্গতদের অনেকেই সেখানে নানা কারণে থাকতে চাইছেন না। এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠছে, কবে ভেঙে যাওয়া ঘর তৈরি করে দেওয়া হবে? যদিও এ নিয়ে গত কয়েক দিন ধরেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিক নির্বাচনী জনসভায় জানিয়েছেন, নির্বাচনী আদর্শ আচরণবিধি চালু থাকায় তিনি সরকারি ভাবে কোনও ঘোষণা করতে পারবেন না। কিন্তু, আইনি পরিকাঠামোর মধ্যে রাজ্য প্রশাসনের তরফে যাতে দুর্গতদের ঘর তৈরি করে দেওয়া যায়, সে জন্য নির্বাচন কমিশনকে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। কিন্তু প্রশাসনিক সূত্রে খবর, সেই চিঠির কোনও জবাব এখনও আসেনি। তা নিয়ে 'টানাপড়েনের' মধ্যেই এই ঘোষণা করে দিলেন অভিষেক। শুক্রবার জলপাইগুড়ির ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে গিয়েছিল তৃণমূলের ১০ জনের প্রতিনিধি দলও। শাসকদল সূত্রে খবর, উত্তরবঙ্গের ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের রাজ্য প্রশাসন যাতে সাহায্য করতে পারে, তার বিশেষ অনুমোদনের দাবি নিয়ে গত সোমবার নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হতে গিয়ে 'হেনস্থা' হতে হয়েছিল নেতাদের। তাঁরাই শুক্রবার জলপাইগুড়ি যান। সেই দলে ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন, দোলা সেন, শান্তনু সেন, সাগরিকা ঘোষেরা।

'সংবিধান ধ্বংস করতে পারবেন না'!

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১২ এপ্রিলঃ ভারতীয় সংবিধানের 'মাহাত্ম্য' তুলে ধরতে গিয়ে তার মূল রূপকার বিআর অম্বেডকরের প্রসঙ্গ তুললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার রাজস্থানের বাঢ়মেরে বিজেপির নির্বাচনী সমাবেশে মোদী বলেন, "বাবাসাহেব অম্বেডকর স্বয়ং আজ আর সংবিধান ধ্বংস করতে পারবেন না। সরকারের কাছে সংবিধান হল গীতা, কোরান, বাইবেল।" কর্নাটকের বিজেপি সাংসদ অনন্ত হেগড়ে সম্প্রতি দাবি করেছিলেন, ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র করতে হলে প্রয়োজন সংবিধানে পরিবর্তন। এবং সংবিধানে পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা। সেই কারণে বিজেপি চারশো আসনের লক্ষ্য নিয়ে নির্বাচনে নেমেছে বলে দাবি করেন তিনি। এর পরেই কংগ্রেস-সহ বিরোধীরা পদ্মশিবিরের বিরুদ্ধে সাংবিধানিক ব্যবস্থা ধ্বংস করার 'গোপন পরিকল্পনা'র অভিযোগ তুলেছে। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী সম্প্রতি হেগড়ের সেই মন্তব্যের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, "বিজেপির ওই নেতার বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট যে সংবিধান পরিবর্তনের জন্য চারশো আসন প্রয়োজন। নরেন্দ্র মোদী ও সঙ্ঘ পরিবারের গোপন পরিকল্পনা প্রকাশিত হল। মোদীদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল বাবাসাহেব অম্বেডকরের সংবিধানকে ধ্বংস করে দেওয়া। কারণ, বিজেপির লোকেরা ন্যায়, সমতা, নাগরিক অধিকার কিংবা গণতন্ত্র সহ্য করতে পারেন না। ঘৃণা করেন। এঁদের লক্ষ্যই হল সমাজের বিভাজন ঘটানো। ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ধ্বংস করে দিয়ে স্বৈরতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চায় এরা।"

ইজরায়েল আক্রমণ করবে ইরান!

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১২ এপ্রিলঃ ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই ইজ়রায়েলে হামলা চালাতে পারে ইরান, আমেরিকার গোয়েন্দা সূত্রে এমনই দাবি করা হয়েছে। সেই খবর প্রকাশ্যে আসতেই এ বার নড়েচড়ে বসল ভারত সরকার। শুক্রবার বিদেশ মন্ত্রকের তরফে এক বিবৃতি জারি করে ভারতীয়দের ইরান এবং ইজ়রায়েলে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ইরান-ইজ়রায়েলে ভারতীয়দের যেতে নিষেধ করার পাশাপাশি ওই দুই দেশে থাকা ভারতীয়দেরও সতর্ক করেছে বিদেশ মন্ত্রক। বলা হয়েছে, ইজ়রায়েল এবং ইরানে বসবাসরত ভারতীয় অবিলম্বে ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য। সেই সঙ্গে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করতেও বলা হয়েছে। বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, ইজ়রায়েল এবং ইরানে থাকা ভারতীয়দের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত ভারত সরকার। তাঁদের সতর্কতা অবলম্বন করতে পরামর্শ দিয়েছে নরেন্দ্র মোদী সরকার। হামাসের সঙ্গে ইজ়রায়েলের সংঘাতের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে ইরান। ইজ়রায়েল এবং ইরান এখনও পর্যন্ত সরাসরি যুদ্ধে না গেলেও দু'দেশের মধ্যে চাপানউতর চলছে কয়েক দিন ধরেই। সিরিয়ার রাজধানী দামাস্কাসে অবস্থিত ইরানি দূতাবাসে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছিল ইজ়রায়েলের সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে। ওই ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় মৃত্যু হয় সাত জনের, যাঁদের মধ্যে ছিলেন ইরানের সামরিক বাহিনীর দুই জেনারেল। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পরেই ইজ়রায়েলের উপর সরাসরি আক্রমণের হুঁশিয়ারি দিয়েছিল তেহরান।

দু'মাস বাদে কী করবেন? হুঁশিয়ারি মমতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১২ এপ্রিলঃ তাঁর কাছে খবর রয়েছে, কোচবিহারের তিন-চার জন পুলিশ আধিকারিক সঠিক ভাবে কাজ করছেন না। শুক্রবার দিনহাটার সভা থেকে সেই আধিকারিকদের উদ্দেশে বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কোচবিহারের তৃণমূল প্রার্থী জগদীশচন্দ্র বাসুনিয়ার সমর্থনে শুক্রবার সভা করেন মমতা। ১৯ এপ্রিল প্রথম দফাতে ভোটগ্রহণ এই কেন্দ্রে। মমতার অভিযোগ, বিজেপির প্রার্থী তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক বাইক বাহিনী নিয়ে এলাকায় ত্রাস তৈরি করছেন। কিন্তু প্রশাসন পদক্ষেপ করছে না। মমতা বলেন, "আমি সরি (দুঃখিত), প্রশাসন সব দেখেও চুপচাপ বসে থাকে। কিসের ভয়? চাকরি যাবে? ইলেকশন কমিশন সরিয়ে দেবে? তো দু'মাস বাদে কী করবেন? তার থেকে এখনই দিল্লি চলে যান না। কে বারণ করেছে!" এর পর সরাসরি সেই পুলিশ কর্তাদের উদ্দেশে মমতা বলেন, "হয় দিল্লি যান, না হলে নিশীথের বাড়ি চলে যান। তা হলে আর আপনাদের আইনশৃঙ্খলা সামলাতে হবে না।" মমতা নিজেই রাজ্যের পুলিশমন্ত্রী। তবে এখন তাঁর এক্তিয়ারের মধ্যে আইনশৃঙ্খলার বিষয়টি নেই। কারণ নির্বাচন ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই তা নির্বাচন কমিশনের অধীনে চলে গিয়েছে। রাজনৈতিক মহলের অনেকের মতে, পুলিশের একাংশকে মমতা বার্তা দিতে চেয়েছেন, দু'মাস বাদে যখন নির্বাচন কমিশনের হাতে আর আইনশৃঙ্খলা থাকবে না, তখন তিনিই সবটা দেখবেন। দিনহাটার সভায় মমতা বলেন, "কোচবিহারে যদি আইনশৃঙ্খলা নিয়ে কোনও প্রবলেম (সমস্যা) হয়, আমি কিন্তু ছেড়ে কথা বলব না।" তৃণমূলনেত্রী স্পষ্টই বলেন, "সব পুলিশ খারাপ নয়। বেশির ভাগ পুলিশই নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেন, করছেন। কিন্তু তিন-চার জনের নাম আমার কাছে আছে। শুধু আমার কাছে কেন, সবাই তাঁদের কথা জানে।" কোচবিহারে প্রকাশ্য প্রচারের শেষ দিন ১৭ এপ্রিল বিকেলে। নির্ধারিত সময়ের পরে যাতে প্রচার না হয়, কোনও মিটিং-মিছিল না হয়, তা-ও সুনিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন মমতা। উল্লেখ্য, ১৭ এপ্রিলই এ বারের রামনবমী। যে কর্মসূচিকে নির্বাচনের আগে বিজেপি ব্যবহার করবে বলে তৃণমূলের নেতাদের একাংশের অনুমান।

আনন্দ সংবাদ

মানভূম সংবাদের প্রকাশনায়

'আমার মনে থাকা কথা'—বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'সময়ের অবলোকন' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'জনপথে অন্নদাতা' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'দিশাহীন পথে' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'পরিবীক্ষণ' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'অণ্বীক্ষা' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী

সাহিত্য সংস্করণ

'শিকড়হীন বৃক্ষ'— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'ঝুমুরের ঝংকার'— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'জল ও জীবন'— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
মানভূম মহালয়া-১৪২৯—সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী

এই গ্রন্থগুলি মানভূম সংবাদ দপ্তর থেকে অথবা অনলাইনে অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

শিল্প-বাণিজ্য

অজস্র ঝুঁকি, তবু বৃদ্ধি নিয়ে আশাবাদী এডিবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১২ এপ্রিলঃ জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধির আশঙ্কা পিছু ছাড়েনি এখনও। রফতানি বাণিজ্যও নড়বড়ে। তবু ভারতের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা জিডিপি বৃদ্ধির রথের চাকায় গতি বহাল থাকার ইঙ্গিত দিল এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক (এডিবি)। গত ডিসেম্বরে তারা বলেছিল, চলতি অর্থবর্ষে এ দেশের বৃদ্ধির হার ছুঁতে পারে ৬.৭%। বৃহস্পতিবার জানাল, সেই পূর্বাভাস বাড়িয়ে করা হয়েছে ৭%। যা সম্ভব হবে দু'টি কারণে। এক সরকারি-বেসরকারি লগ্নি। দুই, ক্রেতাদের বাড়তে থাকা চাহিদা। ভারতকে এশীয় প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলের আর্থিক বৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ এঞ্জিন হিসেবেও ব্যাখ্যা করেছে এডিবি। তবে কিছু অপ্রত্যাশিত ঝুঁকি সম্পর্কে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট আউটলুক রিপোর্টে সাবাধানও করেছে তারা। যেমন, বিশ্ব বাজারে আচমকা জোগান ধাক্কা খেলে অশোধিত তেলের দাম বেড়ে যাবে। যার প্রভাব পড়বে দেশের জ্বালানির দরে। প্রত্যাশার বিপরীতে হেঁটে দেশ স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত না পেলে গত বছরের মতোই ভুগতে পারে কৃষি উৎপাদন। রিপোর্টে গোটা এশীয় প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলের নিরিখেই স্পষ্ট বলা হয়েছে, নীতি নির্ধারকদের সতর্ক থাকতে হবে। কারণ জোগান-শৃঙ্খলে সঙ্কট, সুদ কমানো বা আবহাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা, চিনে আবাসনের দুর্বল বাজার-সহ অজস্র ঝুঁকি রয়ে গিয়েছে। এই অঞ্চলের উন্নয়নশীল দেশগুলির ক্ষেত্রে ৪.৯% আর্থিক বৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছে তারা। সম্প্রতি চলতি অর্থবর্ষে ভারতে বৃদ্ধির ৭% পূর্বাভাসই দেওয়া হয়েছে রিজ়ার্ভ ব্যাঙ্কের তরফে। তবে তারাও বলেছে, প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে স্বাভাবিক বর্ষা, মূল্যবৃদ্ধির পড়তি হার বহাল রাখতে পারা এবং কল-কারখানায় উৎপাদন ও পরিষেবা ক্ষেত্রে ব্যবসা বৃদ্ধির ধারাবাহিক গতি বজায় থাকা সম্ভব ধরে নিয়ে। আশা করা হচ্ছে, কৃষি উৎপাদন বাড়বে, উন্নতি হবে রফতানি বাণিজ্যের, কারখানা তার উৎপাদনশীলতা বাড়াতে পারবে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট মহলের বক্তব্য, এই প্রত্যাশার পুরোটাই অনেকগুলি 'যদি'-র উপর নির্ভর করছে। আর সেটাই বাড়াচ্ছে আশঙ্কা। রিজ়ার্ভ ব্যাঙ্ক চলতি অর্থবর্ষের ত্রৈমাসিকগুলিতে মূল্যবৃদ্ধির পূর্বাভাস কমিয়েছে। মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে আশার বার্তা দিয়েছে এডিবি-ও। বলেছে, বিশ্ব অর্থনীতির প্রবণতার সঙ্গে তাল মিলিয়েই দামের চাপ কমতে থাকবে এ দেশে। তবে এই অর্থবর্ষে রফতানি বাণিজ্য তুলনায় ঝিমিয়ে থাকতে পারে। কারণ, উন্নত দেশগুলির অর্থনীতি শ্লথ হয়েছে। ঠিক যে কারণে প্রত্যক্ষ বিদেশি লগ্নির স্বল্প মেয়াদে ধাক্কা খাওয়ার আশঙ্কা। এডিবি-র ধারণা, দেশীয় চাহিদা মাথা তোলায় রফতানিকে ছাপিয়ে যেতে পারে আমদানি।

ভারত সফরে মাস্ক, বড় বিনিয়োগের সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১২ এপ্রিলঃ বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় শতকোটিপতি এবং বৈদ্যুতিক গাড়ি প্রস্তুতকারক টেসলার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ইলন মাস্ক তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম তথা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) ভারত সফরের ঘোষণা দিয়েছেন। মূলত ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা করতেই তিনি এই সফরে যাবেন। মাস্ক অবশ্য এই সফরের দিন–তারিখ উল্লেখ করেননি। তবে তিনি ভারতে বড় ধরনের বিনিয়োগ পরিকল্পনা ঘোষণা করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্সে গত বুধবার মাস্ক একটি পোস্টে লিখেছেন, 'ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য উন্মুখ হয়ে আছি!' ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার গত মাসে বৈশ্বিক গাড়ি নির্মাতাদের জন্য বৈদ্যুতিক গাড়ির (ইভি) আমদানি শুল্ক কমিয়েছে। যাঁরা অন্তত ৫০০ মিলিয়ন বা ৫০ কোটি মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করতে চান এবং তিন বছরের মধ্যে ভারতে স্থাপিত কারখানায় গাড়ি উৎপাদন শুরু করার অঙ্গীকার করবেন, তাঁরাই কেবল করছাড়ের এই সুযোগ পাবেন। এর আগে ২০২১ সালে টেসলার বস ইলন মাস্ক বলেছিলেন যে ভারতের উচ্চহারে আমদানি শুল্ক আরোপের কারণে বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল এই অর্থনীতিতে তাঁর কোম্পানি টেসলার বৈদ্যুতিক গাড়ির প্রচলন বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। ইলন মাস্ক শুধু টেসলার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাই (সিইও) নন, তিনি মহাকাশযান প্রস্তুতকারক, উৎক্ষেপণ পরিষেবা প্রদানকারী ও স্যাটেলাইট যোগাযোগ প্রতিষ্ঠান স্পেস এক্সপ্লোরেশন টেকনোলজিস করপোরেশনের (যা স্পেসএক্স নামে সমধিক পরিচিত) চিফ টেকনোলজি অফিসার (সিটিও) এবং প্রতিরক্ষা ঠিকাদারও। যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বখ্যাত ফোর্বস ম্যাগাজিনে সম্প্রতি প্রকাশিত ২০২৪ সালের বৈশ্বিক বিলিয়নিয়ার বা শতকোটিপতিদের তালিকায় তৃতীয় স্থানে আছেন ইলন মাস্ক। ফোর্বসের তথ্য অনুযায়ী তাঁর সম্পদের নিট মূল্য ১৯ হাজার ২০ কোটি ডলার। অন্যদিকে ব্লুমবার্গের বিলিয়নিয়ার ইনডেক্সে ইলন মাস্কের পতন ঘটেছে। তাঁকে টপকে বিশ্বের তৃতীয় শীর্ষ অতিধনীর অবস্থানে উঠে এসেছেন মেটার (ফেসবুক) মার্ক জাকারবার্গ। গত মাসের শুরুর দিকে ব্লুমবার্গ বিলিয়নিয়ার্স ইনডেক্সে প্রথম স্থানে ছিলেন টেসলার প্রতিষ্ঠাতা ইলন মাস্ক। এদিকে ভারতের এক জ্যেষ্ঠ সরকারি কর্মকর্তা আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম বিবিসিকে জানান, মোদি–মাস্কের বৈঠকটি চলতি মাসের শেষ সপ্তাহে হওয়ার কথা এবং এটি রাজধানী নয়াদিল্লিতে মোদির সরকারি বাসভবনে অনুষ্ঠিত হবে। বিবিসি জানায়, মোদি–মাস্ক বৈঠকে প্রধানত ভারতে টেসলা কোম্পানির বৈদ্যুতিক গাড়ি উৎপাদন শুরু করার পরিকল্পনা নিয়েই আলোচনা হবে। এ নিয়ে বিবিসি যোগাযোগ করলেও টেসলার পক্ষ থেকে তাৎক্ষিণকভাবে কোনো মন্তব্য করা হয়নি। ভারতের লোকসভা নির্বাচনের পরিস্থিতিতেই ইলন মাস্ক এ সফর করছেন। ভারতে ছয় সপ্তাহব্যাপী লোকসভা নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শুরু হবে ১৯ এপ্রিল। নরেন্দ্র মোদির হিন্দু জাতীয়তাবাদী দল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) এবার তৃতীয়বারের মতো ক্ষমতায় আসার চেষ্টায় আছে।

সোনা (১০গ্রাম): ৭১৫৩৬
রূপা (১ কেজি) : ৮২২৬৭
ডলার (ইউ এস): ৮৩.৩২

শেয়ার বাজারের হালচাল

সেনসেক্স—	৭৪২৪৪.৯০
নিফটি—	২২৫১৯.৪০
ন্যাসডাক—	১৬৪৪২.২০
এ.সি.সি—	২৪৭১.৬০
ভারতী টেলি—	১২২৫.২০
ভেল—	২৬২.৪৫
এল এন্ড টি —	৫৬৬৮.৭০
টাটা মোটর্স—	১০১৯.৯৫
টি.সি.এস. —	৪০০০.৩০
টাটা স্টিল—	১৬৩.৫০
ডাবর —	৫০০.৯০
গোদরেজ —	৮৪০.২০
এইচ.ডি.এফ.সি. –	১৫১৮.৯০
আই.টি.সি.—	৪৩০.১০
ও.এন.জি.সি.—	২৬৫.৬৫
সিপলা —	১৩৯৬.৪০
গ্রাসিম ইন্ডা—	২২৫৩.২৫
এইচ.সি.এল.টেক—	১৫২০.৮৫
আইসিআইসিআইব্যাঙ্ক—	১১০৪.১৫
সেল—	১৫৫.৪০
স্টেট ব্যাঙ্ক—	৭৬৬.৭৫
সিমেন্স—	৫৫৭৬.৫৫
ফাইজার—	৪১৬০.৪০
ইউনিটেক—	১১.১৬
উইপ্রো—	৪৭০.৯০
ডা. রেড্ডি–	৬০৯৭.৮৫
মারুতি—	১২২৭৪.৬০
র‍্যানবক্সি—	৮৫৯.৯০
অ্যাক্সিস ব্যাংক—	১০৭১.৯৫
টি সি আই —	৮৪৮.০০
মহানগর টেলি —	৩৬.৭৩
ম্যাঙ্গালোর রিফা—	২২১.৯০
আই পি সি এল—	৪৮৩.১০

আজকের দিন

আজ ১৩ এপ্রিল

১৯১২ এই দিনই প্রথম ব্রিটেনে নিজস্ব বিমানবাহিনীর উদ্বোধন করা হয়। বেশ কিছু দিন ধরেই ব্রিটিশ সেনারা যুদ্ধের মাধ্যম হিসাবে এরোপ্লেনকে কীভাবে কাজে লাগানো যায় তার জন্য চিন্তাভাবনা করছিলেন। পরে ঠিক হয়, যেহেতু ইউরোপের অন্য কয়েকটি দেশ ইতিমধ্যে নিজস্ব বিমান বহর বানিয়ে ফেলেছে ফলে ইংলন্ডেরও তা করা দরকার। এই প্রতিযোগিতার মনোভাব থেকেই রয়্যাল এয়ারফোর্স গড়ে ওঠে। প্রথাগতভাবে এই বিমানবাহিনীর প্রধান ছিলেন রাজা নিজেই। যদিও তিনি নিজে কখনও বিমানে যুদ্ধ করার কথা ভাবেননি। এই বিমানবাহিনীর সঙ্গে প্রথমদিকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্থ ছিল সাবমেরিনগুলি লক্ষ্য করে বোমা ফেলা। এই সাবমেরিন বিরোধী বোমায় ক্ষতবিক্ষত করা যেত শত্রুপক্ষের লুকনো জাহাজকে। পরে অবশ্য এর অন্তর্ভুক্ত যোদ্ধাদের বিভিন্ন কৃতিত্বের জন্য সম্মান প্রদর্শনও শুরু হয়। এটি অবশ্য প্রথম মহাযুদ্ধের সময়কার ব্যাপার। ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার দু বছর আগে ব্রিটেন তাদের সেনাবাহিনীর সঙ্গে বিমানবাহিনীকে যুক্ত করায় বোঝা যায় যুদ্ধের প্রস্তুতি অনেক আগেই শুরু হয়ে গেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অবশ্য এই ব্রিটিশ বিমানবাহিনীকে অনেক উন্নত করে ফেলা সম্ভব হয়েছে।

বিজ্ঞাপনের যোগাযোগের ঠিকানা

ফাল্গুনি মাহান্তি, বাঁকুড়া, ফোন- ৯৪৩৪৩৯৩১৮২

বিনয় রায়, বাঘমুন্ডি, ফোন: ৯৭৩২১৭৪৮৭২/৭৬০২৩৪৫১৫০

আশীষ ব্যানার্জী, রঘুনাথপুর, পুরুলিয়া, ফোনঃ ৯৭৩২১৩৯৩৩৫

রবীন্দ্রনাথ বল, নেতুড়িয়া, ফোন: ৯৯৩৩৪১৪৩১৭

শব্দজাল- ৫৯১৩

১	২	৩	■	৪			৫
৬			■		■	■	
	■		■	৭			
■	■	৮		■	■	■	
৯	■	■	■	১০	১১	■	■
১২			১৩	■		■	১৪
	■	■		■	১৫	১৬	
১৭				■	১৮		

পাশাপাশি ঃ-১) কনা ৪) চারিপাশের ৬) পুত্র ৭) — বক মামা ফুল দিয়ে যা ৮) এটা ছাড়া সবই মিছা ১০) অটবি ১২) উদ্দেশ্য ১৫) পদ্মফুল ১৭) নব দম্পতি ১৮) অঙ্গীকার।

উপরনীচ ঃ- ১) কাঞ্চন ২) ঘুম ৩) বেহায়া মানুষ ৪) আশ্চর্য্য ৫) হরকিসিম ৯) প্রেমের দেবতা ১১) নৃত্য ভঙ্গিমায় শিব ১৩) কথায় ১৪) বন্যা ১৬) ওল্টালে বেটিং।

উত্তর - ৫৯১২

পাশাপাশি ঃ- ২) সরপঞ্চ ৫) তলব ৭) সতা ৮) রবি ৯) মালাবদল ১১) পাতা ১২) রন ১৩) দাগ ১৪) রুখা ১৬) আবালবৃদ্ধ ১৮) সখি ১৯) নাড়ু ২০) আনন্দ ২১) সৎকার।

উপরনীচ ঃ-১) সতরঞ্চ ২) সব ৩) পয়লা ৪) বেতাল ৬) লবি ৭) সদন ৯) তামা ১০) বরখা ১৩) দাবাড়ু ১৪) রুদ্ধ ১৫) লখীন্দর ১৬) আনাড়ী ১৭) বৃহৎ ১৮) সন ২০) আর।

আজকের দিন

বেনীমাধব শীলের মতে

৩০ চৈত্র, ভাঃ ২৪ চৈত্র, **১৩ এপ্রিল** ৩০ চ'ত, সংবৎ ৫ চৈত্র সুদি, ৩ শওয়াল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।২৩, সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৫৩। **শনিবার,** পঞ্চমী অপরাহ্ন ঘ ৪।১২ মিঃ। মৃগরাশিনক্ষত্র শেষরাত্রি ঘ ৪।৫০ মিঃ। সৌভাগ্যযোগ প্রাতঃ ঘ ৬।৩ পরে শোভনযোগ শেষরাত্রি ঘ ৪।২৯ মিঃ। বালবকরণ, অপরাহ্ন ঘ ৪।১২ গতে কৌলবকরণ, রাত্রি ঘ ৩।৫৯ গতে তৈতিলকরণ। **জন্মে**–বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শুদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী মঙ্গলে দশা, অপরাহ্ন ঘ ৪।৪৮ গতে মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ, শেষরাত্রি ঘ ৪।৫০ গতে নরগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা। **মৃতে**– একপাদদোষ। **যোগিনী**- দক্ষিণে, অপরাহ্ন ঘ ৪।১২ গতে পশ্চিমে। **কালবেলাদি**- ঘ ৬।৫৭ মধ্যে ও ১।১২ গতে ২।৪৬ মধ্যে ও ৪।২০ গতে ৫।৫৩ মধ্যে। **কালরাত্রি**-ঘ ৭।২০ মধ্যে। **যাত্রা**-নাই। **শুভকর্ম্ম**-দিক্ষা। **বিবিধ**-পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট সপিণ্ডণ।

আপনার ভাগ্য

মেষ -ভ্রমনে বাধা। **বৃষ**- লটারি প্রাপ্তি। **মিথুন**- গোপনীয়তা ফাঁস। **কর্কট**-পারিবারিক শান্তি। **সিংহ**- সম্পত্তি প্রাপ্তি। **কন্যা**-অহেতুক ভয়। **তুলা**-যানহবাহনে বিপদ। **বৃশ্চিক**- ঋণের সম্ভাবনা। **ধনু**- প্রতারিত। **মকর**- নিকট ভ্রমণ। **কুম্ভ**-শরিকি দ্বন্দ্ব। **মীন**-প্রেমে সফলতা।

আগামীকাল

মেষ -উপহার লাভ। **বৃষ**- হতাশা মুক্ত। **মিথুন**- অস্থিভঙ্গ। **কর্কট**-নবপ্রচেষ্টা। **সিংহ**- মানসিক অস্থিরতা। **কন্যা**-সমৃদ্ধিলাভ। **তুলা**-উৎসাহান্বিত। **বৃশ্চিক**- পরার্থে ক্ষতি। **ধনু**- কর্ম্মে সাফল্য। **মকর**- বুদ্ধিভ্রম। **কুম্ভ**-বেদনাগত। **মীন**-প্রেমে বাধা।

মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব হাজিরা না দিলে 'অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট,' বলল হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ এপ্রিলঃ দাড়িভিট মামলায় মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব ও এডিজি সিআইডিকে অনলাইনে হাজিরার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা হাজির না হওয়ায় ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট। আদালত ফের হাজিরার নির্দেশ দিয়েছে তাঁদের। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজশেখর মান্থা জানিয়ে দিয়েছেন, এবার হাজির না হলে তাঁদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হবে।

দাড়িভিটা মামলায় বিচারপতি মান্থা মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব ও এডিজি সিআইডিকে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, 'অন্যক্ষেত্র হলে, আদালত কখন অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট জারি করে দিত। তবে এই ক্ষেত্রে তেমনটা হচ্ছে না। আদালত আরও একটা সুযোগ দিয়ে চায়।'

আদালত আগামী সোমবার সকাল ১০টার সময় মুখ্যসিচব, স্বরাষ্ট্র সচিব ও এডিজি সিআইডিকে হাজিরার নির্দেশ দিয়েছে। এদিন মুখ্যসচিবের ভূমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিচারপতি মান্থা বলেন, 'চিফ সেক্রেটারি অনলাইনে আসার প্রয়োজন মনে করলেন না। ওঁদের এখন তো আদালত হাজিরা থেকে অব্যাহতি দেয়নি। তাছাড়া ওনারা স্বশরীরে হাজিরা থেকে অব্যাহতি চেয়ে কোনও আবেদনও করেননি।' তিনি জানান, তবু আদালতে সুযোগ দিতে চায় ওঁদের। তবে এবার না এলে তাঁদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করতে বাধ্য হবে আদালত বলে তিনি জানান।

প্রসঙ্গত, শিক্ষকের দাবিতে কেন্দ্র করে উত্তর দিনাজপুরের দাড়িভিটে ছাত্র আন্দোলন হয়। সেই আন্দোলনে গুলি চালানোর অভিযোগ ওঠে পুলিশের বিরুদ্ধে। সেই ঘটনায় মৃত্যু হয় দুই যুবকের। ঘটনার তদন্ত শুরু করে সিআইডি। পরে এনআইএ তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু সেই নির্দেশ দেওয়ার পর দশ মাস কেটে গেলেও এখনও তদন্ত শুরু করতে পারেনি এনআইএ। অভিযোগ, সিআইডি এখনও নথি তাদের হাতে তুলে দেয়নি।

কেন নথি দেওয়া হচ্ছে না তা নিয়ে রাজ্য সরকার ও সিআইডি-র মত জানতে আদালত মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব ও এডিজি সিআইডি স্বশরীরে হাজির হতে নির্দেশ দেন বিচারপতি। কিন্তু তারা না আসায় ক্ষুব্ধ বিচারপতি মান্থা।

মনোনয়নপত্র জমা জঙ্গিপুর ও মুর্শিদাবাদের তৃণমূল প্রার্থীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১২ এপ্রিলঃ শুক্রবার বহরমপুরে এসে মুর্শিদাবাদ জেলাশাসকের অফিসে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী খলিলুর রহমান এবং মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী আবু তাহের খান। এদিন মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় তৃণমূল কংগ্রেসের বিদায়ী দুই সাংসদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন জেলার সমস্ত তৃণমূল বিধায়ক সহ শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের বিভিন্ন শাখা সংগঠনের সমস্ত পদাধিকারীরা।

শুক্রবার সকালে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা করে খলিলুর রহমান এবং আবু তাহের খান বহরমপুরে আসেন। এরপর তাঁরা বহরমপুরে তৃণমূল কংগ্রেস পার্টি অফিসে সাংবাদিকদের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে জেলা প্রশাসনিক ভবনে চলে যান মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার জন্য।

মনোনয়নপত্র জমা দিতে যাওয়ার আগে মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের বিদায়ী তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ আবু তাহের খান বলেন, 'রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একদিকে গণতন্ত্র রক্ষার লড়াই করছেন, অন্যদিকে বিজেপি সাধারণ মানুষের সঙ্গে বঞ্চনা করছে। সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই।' জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিদায়ী তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ খলিলুর রহমান বলেন, 'পাঁচ বছর সাংসদ থাকাকালীন সময়ে এলাকার উন্নয়নের জন্য বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেছি। আমার লক্ষ্য থাকবে আগামীদিনে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যক্ষেত্রে আরও উন্নয়ন করা।'

'বি কুল, ও কিন্তু তোমায় গন্ডগোলে ফেলে ভোট করিয়ে নেবে...', সাবধানবাণী মমতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ১২ এপ্রিলঃ কয়েকদিন আগের ঘটনা। একদম মুখোমুখি সংঘর্ষে জড়িয়েছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী উদয়ন গুহ এবং কোচবিহারের বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিক। তুমুল অশান্তি হয়েছিল সেদিন ভরা রাস্তায়। এবার সেই উদয়নকেই বার্তা দিলেন সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, "ঠান্ডা মাথায় করতে হবে।"

আজ কোচবিহারে ভোটের প্রচারে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বিভিন্ন ইস্যুতে বক্তব্য রাখছিলেন। হঠাৎই মঞ্চে উপস্থিত উদয়ন গুহর দিকে তাকিয়ে তিনি বলেন, "বি কুল। ও (নাম না করে নিশীথ প্রামাণিকের উদ্দেশ্যে) তোমাকে গন্ডগোলে ফেলে ভোট বিএসএফ-কে দিয়ে করিয়ে নেবে। ভুলেও সেটা করো না" এরপরই রাজ্যের মন্ত্রীকে সতর্ক করেন। বলেন, "ভুল করতে দিও না। নিজেকে আগে থেকে তৈরি থাকো।" এরপর মুখ্যমন্ত্রী সেখানে উপস্থিত তৃণমূল কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, "মাথা ঠান্ডা রাখুন। শান্তি বজায় রাখুন।" বস্তুত, কোচবিহারে উদয়ন গুহ এবং নিশীথ প্রামাণিকের তর্ক-বিতর্ক নতুন কিছু নয়। দু'জনই বরাবর দু'জনকে আক্রমণ করেন বিভিন্ন ইস্যু। কয়েকদিন আগেই দিনহাটায় কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। দুই মন্ত্রী খোলা রাস্তায় জড়িয়ে পড়েন বাক-বিতন্ডায়। পাশাপাশি তৃণমূল-বিজেপি কর্মীদের মধ্যে মারামারি-হাতাহাতি পর্যন্ত চলে। পরে পুলিশ প্রশাসনের উপস্থিতিতে পরিস্থিতি ঠান্ডা হয়।

হোটেল থেকে যুবকের বিবস্ত্র দেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদিয়া, ১২ এপ্রিলঃ ধুবুলিয়ায় হোটেল থেকে উদ্ধার যুবকের বিবস্ত্র দেহ। শুক্রবার ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের কৃষ্ণনগরগামী লেনের ঠিক পাশে নদিয়ার ধুবুলিয়ার সিংহাটিতে হোটেল থেকে কল্লোল সরকার (৪৩) নামে এক যুবকের দেহ উদ্ধার হয়। জানা গেছে যুবকের বাড়ি নদিয়ার কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানা এলাকার নাজিরা পাড়ায়। খুন না আত্মহত্যা তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। স্থানীয়দের দাবি মৃত যুবকের সঙ্গে একাধিক মহিলার সম্পর্ক ছিল।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, যুবকের বাজারে অনেক টাকা দেনা ছিল। বৃহস্পতিবার বিকেলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন কল্লোল। তার পর থেকে আর খোঁজ মেলেনি তাঁর। শুক্রবার সকালে উদ্ধার হয় তাঁর দেহ। হোটেল সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার সন্ধেয় এক মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে হোটেলে আসেন কল্লোল। শুক্রবার সকালে বাথরুম পরিষ্কার করতে গিয়ে হোটেল কর্মীরা কল্লোলের দেহ দেখতে পান। যুবকের শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন ছিল বলে জানা গিয়েছে। এদিকে, ওই হোটেলে দেহব্যবসা চলে বলে জানা গিয়েছে। প্রতিবাদে দেহ আটকে রেখে দীর্ঘক্ষণ জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন স্থানীয়রা। বিক্ষোভ উঠে গেলে পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

'অ্যাসিড ঢালা হচ্ছে, পোকা বেরিয়ে আসছে', দিলীপ ঘোষের মন্তব্যে শুরু বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ১২ এপ্রিলঃ এ বার বেঙ্গালুরুর রামেশ্বরম ক্যাফেতে বিস্ফোরণের ঘটনায় বাংলা থেকে দুই অভিযুক্তের গ্রেফতারি নিয়ে দিলীপ ঘোষের মন্তব্যে শুরু হল বিতর্ক। শুক্রবার বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী প্রচারে বেরিয়ে বলেন, "সবে অ্যাসিড ঢালা হয়েছে। ইঁদুর, পোকামাকড় সব বেরোচ্ছে। ভোটের পর সব বেরিয়ে আসবে।" দিলীপের এই মন্তব্যের পাল্টা তাঁকে ভুট্টার সঙ্গে তুলনা টানলেন প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি আজাদ।

শুক্রবার পূর্ব বর্ধমানের শুকুর গ্রামের শিবমন্দিরের পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করেন দিলীপ ঘোষ। এদিন ভিনরাজ্যে বিস্ফোরণকাণ্ডে এ রাজ্য থেকে দুই অভিযুক্তের পাকড়াও নিয়ে তিনি বলেন, "পূর্ব মেদিনীপুরে টেররিস্ট ধরা পড়েছে। শাহাজহানের মতো লোক ধরা পড়ছে। গোটা রাজ্যে গুন্ডা, টেররিস্টরা লুকিয়ে আছে।" রামাইপুর-২ ব্লকে প্রচারে গিয়ে দিলীপ আবার বেঙ্গালুরুকাণ্ড নিয়ে বলেন, "ভারতবর্ষের যেখানে বিস্ফোরণ হয়, তার সঙ্গে যোগ থাকে পশ্চিমবঙ্গের।" তিনি আরও বলেন, "অনুপ্রবেশকারীরা এখানে আসে, রোহিঙ্গারা এখানে আসে, আধার কার্ড বানায়, সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এখন তো বাংলাদেশও বলেছে, এখানকার লোকেরা ওখানে গিয়ে উৎপাত করে।" তৃণমূলকে নিশানা করে দিলীপের কটাক্ষ, "বার বার পশ্চিমবঙ্গের দিকে আঙুল উঠবে কেন? বাঙালিদের দেশদ্রোহী করার জন্য কারা চক্রান্ত করছে? এখানকার সরকার কেন দেখে না? এই দুর্বলতার উদাহরণ হল শাহজাহান শেখ। নারী পাচার থেকে গরু পাচার, মাদক পাচার থেকে জাল টাকা পাচার, সরকারি পয়সা লুট করা—সব কাজ করেও তাকে দু'মাস ধরে আড়াল করে সরকার। তারপর সে ধরা পড়েছে।"

তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি দিলীপকে কটাক্ষ করে বলেন, "একটা গরম কড়াইতে যখন ভুট্টার দানা ছাড়া হয়, তখন ফটফট করে আওয়াজ হয়। উনিও ওই ভাবে ফুটছেন।"

দিলীপের এই মন্তব্যের সমালোচনা করেছে বর্ধমান রাজ্য তৃণমূল মুখপাত্র প্রসেনজিৎ দাসও। তিনি বলেন, "বাংলায় শান্তি আছে। এখানে অশান্তি পাকানোর চেষ্টা করছে কিছু মানুষ। তবে বাংলার মানুষ ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে থেকে বাংলাকে বাঁচিয়েছেন।"

গভীর রাতে পথ দুর্ঘটনা, মৃত ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১২ এপ্রিলঃ বৃহস্পতিবার গভীর রাতে মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ থানার বাসুদেবপুর এলাকায় এক ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দুই যুবকের। দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হয়ে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন অরিজিৎ সরকার নামে আরও এক যুবক। পুলিশ সূত্রে জানা খবর, মৃত দুই যুবকের নাম তন্ময় সরকার (৩০) এবং বিমান সরকার (২২)। মৃত দুই যুবকের বাড়ি মুর্শিদাবাদের সুতি থানা এলাকার ফরিদপুর গ্রামে। ইতিমধ্যেই পুলিশ মৃতদেহ দু'টি ময়নাতদন্তের জন্য জঙ্গিপুর হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার তন্ময় বিমান এবং অরিজিৎ একটি মোটরসাইকেলে করে সামশেরগঞ্জ থানার বাসুদেবপুরে গিয়েছিলেন। ফিরছিলেন রাতেই। গভীর রাতে রাস্তা ফাঁকা থাকার জন্য বাইকের গতিবেশ বেশি ছিল বলেই জানা গিয়েছে স্থানীয় সূত্রে। বাসুদেবপুরের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেটি রাস্তার ডিভাইডারে ধাক্কা মারে এবং তিন যুবক ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর ছিটকে পড়েন। গুরুতর জখম অবস্থায় স্থানীয়রাই তাঁদের উদ্ধার করে নিকটবর্তী মহিশাইল হাসপাতালে নিয়ে যান। চিকিৎসকরা দু"জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অপর এক আহত অরিজিৎ বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান মৃত ২ যুবক মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। দুই যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় শোকের ছায়া সুতির ফরিদপুর গ্রামে।

আমাদের কথা, আমাদের ভাষায়

সম্পাদকীয়

মোকাবিলার মুখ নেই, অন্য রাস্তা

দেশের রাজধানী দিল্লী। সেই কবে দিল্লী বিধানসভা নির্বাচনে কুপোকাৎ হয়েছে বিজেপি তার পর থেকে শত চেষ্টা করেও আর ক্ষমতায় আসতে পারছে না। দিল্লীর মিউনিসিপল কর্পোরেশনও হাতছাড়া হয়েছে বিজেপির। তাই বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে কিভাবে আম আদমি পার্টির সরকারকে টুকরো টুকরো করে ক্ষমতা হাতে নেওয়া যায়। এক অভিযুক্ত ব্যক্তিকে লেফ্‌টেনান্ট গভর্নর করে বনামে সরকার চালাতে চাইছিল বিজেপি। বিভিন্ন ভাবে আম আদমি পার্টির সরকারকে অস্থির করতে আইনে পরিবর্তন এনে চেষ্টা চালাচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে। কোনটাতেই সুবিধা করতে পারেনি মোদির বিজেপি। বলার অপেক্ষা রাখে না দিল্লীর ভোটার অন্ধ ভক্তদের দলে নন। কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ বোঝার ক্ষমতা তাদের আছে। যারা আম আদমি পার্টির সরকার চালাচ্ছেন তারা সকলেই উচ্চ শিক্ষিত, ইঞ্জিনিয়র, টেকনোক্র্যাট এবং সরকার কিভাবে চালাতে হয় তা যেমন জানেন তেমনি নিজেদের বিদ্যা বুদ্ধি দিয়ে দিল্লীর প্রতিটি মানুষকে বিভিন্ন নাগরিক সুবিধা পাইয়ে দেওয়া, উচ্চমানের শিক্ষা ব্যবস্থা, উচ্চ মানের স্বাস্থ্য পরিষেবা, ২৪ ঘন্টা বিদ্যুৎ পরিষেবা, গরীবদের জন্য বিনা পয়সায় বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, মহিলাদের যাতায়াতের ছুট সব কিছুতেই মডেল গড়ে তুলেছে আম আদমি পার্টি। যারা এতদিন গুজরাত মডেলের কথা প্রচার করত, দিল্লীর মডেল দেখার পর দেশের মানুষ তো বটেই, বিদেশের লোকেরাও এসে প্রশংসা করছেন। আমেরিকার সংবাদপত্রে দিল্লীর স্কুল মডেল হিসেবে প্রচার পেয়েছে। এটা সহ্য হচ্ছে না বিজেপির। তাই আম আদমি পার্টির সরকারকে অস্থির করতে এবং তাদেরকে দিল্লী থেকে উৎখাত করতে ইডি, সিবিআই, আয়কর সবাইকে কাজে লাগিয়ে ক্ষমতা দখলের প্রয়াস চালাচ্ছে বিজেপি।

এত কিছুর পরও সাফল্য আসছে না দেখে প্রথমে মন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন, পরে উপমুখ্যমন্ত্রী মণীষ সিসোদিয়া তারপরে সাংসদ সঞ্জয় সিং এবং মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়ালকে গ্রেপ্তার করেছে ইডি। সঞ্জয় সিং জামিন পেলেও বাকিরা এখনও জেলে। এর মধ্যে ভোট এসে গেছে। আম আদমি পার্টি যাতে ভোট প্রচারে সাফল্য না পায় তার জন্য সব রকমের ষড়যন্ত্র করে চলেছে বিজেপি। এখন শোনা যাচ্ছে জেলে থেকে কেজরিওয়ালকে সরকার চালাতে দেওয়া হবে না। সেখানে সরকার ভেঙে রাষ্ট্রপতি শাসন চালু করার চেষ্টায় বিজেপি। আসলে প্রশাসন হাতে চায় বিজেপি। তা না হলে ভোট ম্যানেজ করা মুশকিল। দিল্লীতে আম আদমি পার্টির জনপ্রিয়তা এবং কেজরিওয়ালের সুশাসনে বিধ্বস্ত বিজেপি। দিল্লীর মানুষ এটা বোঝেন কোন সরকার তাদের জন্য কাজ করছে। ১৫ বছর এমসিডিতে ক্ষমতায় থেকে বিজেপি কিছুই করেনি। তাই গত বার সেখান থেকে বিজেপি আউট। ইডি, সিবিআইকে লাগিয়ে আরও কয়েকজনকে আম আদমি পার্টি থেকে ভাঙিয়ে আনার প্রচেষ্টায় রয়েছে বিজেপি। তবুও এ কথা বলা যায় বিজেপির মনোস্কামনা পূর্ণ হতে দেবেন না দিল্লীর মানুষ।

সকল কর্তব্যকর্মের নাম যজ্ঞ

কর্তব্য সাধনায় ভগবৎ প্রাপ্তি

কর্মযোগের তত্ত্ব

আমার জন্য পুত্র নয়, পুত্রের জন্যই আমি। সংসারের সঙ্গে আপনার যত সম্পর্ক সেইসব সম্বন্ধ কেবল তাদের সেবা করবার জন্য, নেওয়ার জন্য কোনো সম্বন্ধ নেই। নেওয়ার ইচ্ছাই ত্যাগ করুন। তাহলে কী হবে? যিনি সর্বত্র বিরাজমান, সগল সময়ে বিদ্যমান, সকলের জন্য এবং সকলের মধ্যে যিনি বিদ্যমান তাঁকে পেয়ে যাবেন।

যদি সাধু হই তো গৃহস্থ আমার জন্য নয়। আমিই গৃহস্থের জন্য। তারা আমার জন্য নয়, আমিই তাদের জন্য—শুধু এইটুকুই কথা। এটি খুবই সাধারণ কথা। কিন্তু খুবই লাভদায়ক। যদি সকল প্রাণীর সেবা করাই আপনার লক্ষ্য হয়ে থাকে তাহলে আপনার বন্ধন হবে না। এতে অর্থ, বিদ্যা, যোগ্যতা প্রভৃতি কিছুরই প্রয়োজন নেই। তিনিই কর্মযোগী যিনি যে কোনো পরিস্থিতিতেই কেবল অপরের হিতে রত থাকেন।

আমরা আগে নিজেদের সুখের জন্যই সব কিছুই করেছি। তাই অপরের সুখের জন্য এখন করতে হবে, নইলে এইসব কিছু করার দরকার ছিল না। সেবা করলে পুরাতন ঋণ শোধ হয়ে যাবে আর নতুন করে ঋণ না করলে কী হবে? যেমন, কোনো দোকানদার যদি দোকান তুলে নিতে চায় তাহলে তার কাছে যার ঋণ আছে তাকে শোদ করে দিতে হবে আর অন্যের কাছে যে পাওনা আছে তা আদায় করে নিতে হবে নয়তো ছেড়ে দিতে হবে। এরকম করলে দোকান উঠে যাবে। যদি সকলের কাছ থেকে টাকা উসুল করতে চান তাহলে দোকান বন্ধ করা যাবে না।

ক্রমশ...

মিরিকোনডিবিয়ায় নন্দ বসাক

(কল্পবিজ্ঞানের গল্প)

তরুণার্ক লাহা

(পরবর্তী অংশ...)

চনমনে হয়ে নিজের জায়গায় সোজা হয়ে বসে। চোখের উজ্জ্বলতা যেন দ্বিগুণ বেড়ে গেল। নন্দ এরপর পরবর্তী ঘটনার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। সে কি চলে যাবে? কিন্তু নন্দর মনে একটাই প্রশ্ন,আজব লোকটা তার নাম জানল কী করে? নন্দ কৌটোটা রেখে দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে বাইরে বেরোবার জন্য উদ্যত হয়। হঠাৎ তার চোখের সামনে যন্ত্রটার দরজা বন্ধ হয়ে যায়। নন্দ ভয়ে আকুল। কি করে বেরোবে সে?

নন্দ আজব লোকটার কাছে গিয়ে বলল- তুমি কে আমি চিনি না। কিন্তু আমার নাম জানলে কী করে? তোমাকে মানুষ বলেই মনে হচ্ছে না। সত্যি বলো তো,তুমি কে?

আজব লোকটা হাসল। নন্দ শুনতে পায় যন্ত্রের মধ্যে তার হাসিটা প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। হাসি থামতেই আজব মানুষটা বলল- আমি মিরিবোনডিবিয়া গ্রহের লোক।

নন্দ অবাক হয়। মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশোনা করেছিল। ভূগোল বইএ এরকম নাম তো কোনোদিন শুনে নি। তাদের ভূগোলের স্যার অনাদিবাবুও এরকম নাম উচ্চারণ করেন নি। তবে তিনি বলতেন,এই সৌরজগতের বাইরেও অনেক গ্রহ নক্ষত্র আছে। তাহলে এই আজব গ্রহটা সৌরজগতের বাইরে?

আজব লোকটা বলল- এটা মঙ্গল গ্রহের পাশেই। ছোট্ট গ্রহ। দূরবীন দিয়ে দেখা যায় না। মঙ্গলের ছায়ায় ঢাকা থাকে। বাইরের জগতের কেউ যাতে বুঝতে না পারে তার ব্যবস্থা নেওয়া আছে। তোমাদের নাসাই কি সবচেয়ে সেরা নাকি? আসলে আমরা মঙ্গল গ্রহের লোক। সেখানে খুবই উন্নত সভ্যতা ছিল। আস্তে আস্তে একদিন সব জল শুকিয়ে যায়। চারদিক খাঁ খাঁ করতে থাকে। আমাদের অনেক পূর্বপুরুষ জলের অভাবে মারা যায়। ধীরে ধীরে গ্রহটা লাল হয়ে যায়। তাছাড়া কিছু যুদ্ধবাজ মানুষ বিষাক্ত অস্ত্র প্রয়োগ করে। আর কিছুই রইল না। অনেকে পালিয়ে গেল। পাশেই ছোট্ট গ্রহটা ছিল ভাগ্যিস।

নন্দ অবাক হয়ে আজব লোকটার কাছ থেকে গল্প শুনছে। লোকটা বলেই চলে- এই গ্রহে জল না থাকলেও দুধের মতো থকথকে একটা পদার্থ ছিল। ওখানে গিয়ে লোকজন দুধের সরটা খেয়ে নেয়। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চেহারা পালটে যায়। আমাদের বুদ্ধিটা আরো তীক্ষ্ণ হয়।

নন্দ বিড়বিড় করে বলে- এও সম্ভব? আগে ভাবত মানুষই সবচেয়ে বুদ্ধিমান। খানিক ভেবে নন্দ জানতে চায়- আচ্ছা তোমাদের গ্রহের ভাষা কি বাংলা?

আজব লোকটা আবার হাসল। বলল- আমার এই যন্ত্রটা এমন ভাবে তৈরি,যেখানের মাটিতে নামবে সেখানের ভাষা আমি বলতে পারব। তাছাড়া আমরা সব ভাষা জানি।

নন্দর বিস্ময়ের শেষ নেই। এ যে দারুণ ব্যাপার। এবার কৌতূহল বশে জিজ্ঞেস করে- আচ্ছা আমার নামটা তুমি জানলে কি করে?

আজব লোকটা পিছন ফিরে তাকাল। একটা নীল আলো নন্দর সারা শরীর জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল। আজব লোকটা গম্ভীর কণ্ঠে বলল- শুধু তোমার নাম কেন,এই এলাকার সবার নাম বলতে পারব। তাছাড়া তোমার স্বভাব চরিত্র কেমন তাও জানি। তুমি লোকটা ভালো। পরোপকারী। আর কিছু বলতে হবে?

হঠাৎ ঘড়ির মতো একটা মিটারে আলো জ্বলে উঠল। আজব লোকটা একটা লাল বোতামে চাপ দিল। সাথে সাথে রি রি শব্দ করতে করতে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। তারপর সে কি ভয়ানক আওয়াজ। নন্দ দুটো আঙুল দিয়ে কানদুটো ঢাকা দেয়। শব্দ বন্ধ হতেই একটা ঝটকা বোঝা যায়। নন্দ টাল সামলাতে না পেরে মেঝেতে গড়িয়ে পড়ে। নন্দ বুঝতে পারে যন্ত্রটা মাটি ছেড়ে আকাশে উঠতে শুরু করেছে। নন্দ চিৎকার করে- আমাকে নামিয়ে দাও। আমার বৌ ঘরে একলা আছে। আমাকে দেখতে না পেয়ে চিন্তায় মরে যাবে।

আজব লোকটা গম্ভীর হয়ে নিজের জায়গায় স্থির। বোতাম থেকে আঙুল সরে এসেছে। লাইটের প্যানেলে সবুজ ছাড়া কিছু জ্বলছে না। নন্দ কোনো রকমে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। সামনে চোখ স্থির। সামনের কাচ দিয়ে দেখতে পাচ্ছে,তীব্র গতিতে যন্ত্রটা উপরের দিকে উঠছে। আস্তে আস্তে শরীরটা হাল্কা হয়ে গেল। আজব লোকটা নন্দকে পাশের চেয়ারে বসতে বলল। নন্দ মন খারাপ নিয়ে চেয়ারে বসতেই একটা বেল্ট আপনাআপনি জড়িয়ে গেল। আর নড়তে চড়তে পারে না।

ভীষণ মনে পড়ছে ফুলকির কথা। সে হয়তো রান্না বান্না সেরে তার পথ চেয়ে বসে আছে। তার আসার দেরী দেখে কী করবে ফুলকি? খুব কাঁদবে। বাপ মা মরা মেয়েটা। আপন বলতে কেউ নেই। তাকে কাছে না পেয়ে ফুলকি নিশ্চয় পাগল হয়ে যাবে।

আজব লোকটা নীচু গলায় বলল- মন খারাপ করে লাভ নেই। তোমাকে আমি আমাদের গ্রহে নিয়ে যাচ্ছি। সেখানে দেখবে আমরা কেমন ভাবে থাকি।

নন্দ ধরা গলায় জিজ্ঞেস করে- ফুলকির কী হবে?

- ভয় নেই দিন কয়েকের মধ্যেই ফিরে আসবে।

(পরবর্তী অংশ পরের শনিবার...)

Owner: Manbhum Sambad Publication Pvt. Ltd., Printer, Publisher - VIVEKANANDA TRIPATHY, Published from Dulmi Nadiha, District-Purulia-723102(W.B.) and Printed from Vitec Printo, Ranchi Road, Purulia - 723101, W.B., **Editor - Vivekananda Tripathy**

সত্ত্বাধিকারী মানভূম সংবাদ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, মুদ্রক ও প্রকাশক ঃ বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী কর্তৃক দুলমি, নডিহা, জেলা - পুরুলিয়া ৭২৩১০২ পঃবঃ থেকে প্রকাশিতও ভাইটেক প্রিন্টো, রাঁচি রোড, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, পঃবঃ থেকে মুদ্রিত, **সম্পাদক - বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী**

সাহিত্য-সংস্কৃতি

ভোটের আগে মহিলারা

তন্ময় কবিরাজ

১৮তম লোকসভা ভোটের আগে কেন্দ্র- রাজ্য দুই শাসক দলেরই প্রচারের অন্যতম অস্ত্র মেয়েদের উন্নয়ন। মেয়েদের মন জয় করার চেষ্টা হয়েছে কেন্দ্র রাজ্য বাজেটেও। মহিলা বিল, গ্যাসের দাম কমে যাওয়া, লক্ষ্মী ভান্ডার প্রকল্পে টাকা বাড়ানো- সব কিছুতেই রয়েছে মেয়েদের পাশে থাকার বার্তা। অথচ দ্বিচারিতা ছবিটাও প্রকট। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলছেন, মা বোনরা তাঁর পরিবার, সন্দেশখালির ঘটনায় তিনি দুঃখপ্রকাশ করছেন সেখানকার মেয়েদের সঙ্গে দেখা করে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন কিন্তু মনিপুরে নির্যাতিত মহিলাদের বা মহিলা খেলোয়াড়দের প্রসংগে তিনি নীরব থাকেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও সন্দেশখালির ঘটনাকে মিথ্যা প্রচার বলে বর্ননা করেন কিন্তু মনিপুর, উত্তরপ্রদেশের মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত হয়ে যান। মেয়েদের জন্য কংগ্রেস মহালক্ষ্মী গ্যারান্টি আনছেন কিন্তু উত্তর প্রদেশে তাদের "বন্ধু" অখিলেশ যাদবের এক নেতা বলছেন, মহিলাদের ১০শতাংশের বেশি সংরক্ষণ দেওয়া যাবে না। সন্দেশখালির ঘটনা নিয়ে জাতীয় মহিলা কমিশন জরুরি অবস্থার দাবি করেছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করছেন, আবার রাজ্যের শাসক দলের নেতা অখিল গিরি মহিলা রাষ্ট্রপতিকে খারাপ কথা বলছেন। শুধু ভোটের সময় নয়, সারা বছর ধরেই চলে এসব। ইতিহাসেও রয়েছে। সুরাওয়াদি বলেছিলেন, মেয়েরা কি এমন করেছে যে তাদের ভোটাধিকার দিতে হবে? কলকাতা নির্বাচনে চিত্তরঞ্জন দাস মেয়েদের ভোট দেবার ব্যবস্থা করেন। মেয়েরা বারবার রাজনীতির শিকার। তাছাড়া উন্নয়ন তো আপেক্ষিক। মেয়েদের জীবন এই উন্নয়নে খুব বেশি বদল হয়না। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির বদল হয়নি। বরং বৈষম্য বেড়েছে, সংবিধানকে অমান্য করে। অ্যানুয়াল বুলেটিন অফ প্রিওডিক লেবার ফোর্স তার ২০১৯-২০ সমীক্ষায় বলছে, ভারতে কর্মক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলার শতাংশের হার যথাক্রমে ৫৮.৮ ও ২২.২। ভারতে ফিমেল লেবার পার্টিসিপেশন রেট হতাশাজনক, বিশ্বের গড় যেখানে ৪৭শতাংশ, সেখানে ভারতের ২৬শতাংশ, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কার অবস্থা ভালো যথাক্রমে ৩০.৫শতাংশ ও ৩৩.৭শতাংশ। এককথায়, দশ ভাগের এক ভাগ মহিলা কাজের সুযোগ পায়। কংগ্রেস তাই স্বপ্ন দেখাচ্ছে, ক্ষমতায় এলে তারা চাকরিতে মহিলাদের ৫০শতাংশ সংরক্ষণ দেবে। সামাজিক প্রকল্পে টাকা দিয়ে সরকার স্থানীয় বাজার সচল রাখছে। কিন্তু তাতে মেয়েদের জীবনে মৌলিক পরিবর্তন আসছে না। বরং তাদের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ছে। সংবিধানের ৩৮,৩৯,৪২ ধারাকে পালন করছে না সরকার। ইউবিএস রিপোর্ট বলছে, দেশে মহিলা মদ্যপানের শতাংশ বর্তমানে ৭.৫, যার শীর্ষে উত্তরপ্রদেশ, পরেই পশ্চিমবঙ্গ। রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, আগামি পাঁচ বছরের মধ্যে সেই শতাংশ হবে ২৫। বাড়ছে মহিলাদের মধ্যে ধূমপানের প্রবণতা, যা এনএফএইচএস সমীক্ষায় দেখা গেছে। দুঃখের বিষয়, মিজোরাম প্রথম আর আমাদের বাংলা বিড়িতে শীর্ষ স্থান দখল করেছে। মেয়েদের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ার অর্থ আমরা একটা পঙ্গু ভারতের জন্ম দেবো আগামি দিনে। দেশে লাফিয়ে বাড়ছে ডিমেনশিয়া, সংখ্যাটা নব্বই লক্ষ, যার মধ্যে বেশির ভাগ মহিলা। শুধু ঋতুস্রাবজনিত সংক্রমনে মারা যান ভারতে ৬৫শতাংশ মহিলা। মেয়েদের জীবন সুস্থভাবে চলছে না। তবু রাজনীতি চলছে ফলাও করে। মানব সম্পদে ক্ষয় ধরছে। এভাবে স্বাস্থ্য ভেঙে পড়লে শাসক আটকাতে পারবে না কারন দেশের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ভালো নয়, করোনাকালেই তার প্রমাণ মিলেছে। বাজেটে স্বাস্থের বরাদ্দও কম। নির্বাচনী বন্ড থেকে প্রাপ্ত টাকা জনস্বার্থে খরচ হবে না নিশ্চয়? ভারতবর্ষ এমন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে যেখানে ব্রেইন স্ট্রোকের গড় বয়স কমে ৬৯ বছর, যা গত শতকের শেষ দশকে ছিল ৭১ বছর। বর্তমান ভারতে ৩১ শতাংশ মেয়েরা স্মার্ট ফোন ব্যবহার করে। তাই সেদিকটাও নজর রাখা উচিত সরকারের। প্রতি বছর ৪.২শতাংশ হারে ধর্ষণ বাড়ছে, মেয়েদের নিখোঁজের হার ৪০শতাংশ। ২০১৬ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে মহিলা নিখোঁজ হয়েছে ৫৮৬০২৪ জন। রাজ্যে কন্যাশ্রী, রুপশ্রী করেও বালবিবাহ আটকানো যাচ্ছে না,গ্রামীন বাংলায় যার হার ৪৭.৩শতাংশ। উন্নয়ন সমাজের প্রান্তিক অঞ্চলের মানুষের কাছে যাচ্ছে না। তাছাড়া রয়েছে শাসকের সদিচ্ছার অভাব যা রাষ্ট্রপুঞ্জ তার রিপোর্টে বলেছে। সরকারের পরিযায়ী শ্রমিকের ব্যাপারে আরো সজাগ থাকা দরকার কারন পরিযায়ী শ্রমিকের মধ্যে ৪৮শতাংশ হলো মহিলা, বেশির ভাগ কিশোরী। নির্ভয়া কান্ডের পরে আইপিসিতে পরিবর্তন এলেও প্রশাসনের স্বচ্ছতার বদল হয়নি,সেটা এফআইআর নেওয়া থেকে শুরু করে তথ্য প্রমাণ লোপাট। অভিযোগ থেকে বাদ পড়ছে না রাজ্যের মহিলা থানাগুলোও। ২০১৬ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে পকসো মামলার সংখ্যা ২৪৩২৩৭। প্রথম তিন রাজ্য উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ। এতো স্বচ্ছ ভারতের বিজ্ঞাপন দেবার পরেও পঞ্চম জাতীয় পরিবার সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, দেশের ২০শতাংশ মানুষ এখনও মুক্ত পরিবেশে শৌচকার্য করে, গ্রামের পরিমাণটা আরো বেশি ২৪শতাংশ। এভাবে খোলা জায়গায় শৌচকার্য করতে গিয়ে মারা গেছে ২০১৬ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে ৩২১ জন। বর্তমান সময়ে সরকার যখন খাদ্যের স্বনির্ভরতার দাবি করছে তখন ১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সি মেয়েদের অপুষ্টির হার ৫৭শতাংশ। সামাজিক ক্ষেত্রে নৈতিকতার অভাব প্রকট। অতীতে গুরুগৃহে প্রথাগত শিক্ষার পাশাপাশি কামশাস্ত্র পড়ানো হত। ভারতে ৯৭শতাংশ দুর্ব্যবহারের অভিযোগ উঠে মূলত পরিবারের লোকজনদের দিকেই। পরিবারই নিজের মেয়েদের সন্মান করে না। অনেক তথ্য গোপন থেকে যায়। শাসক নিজেকে "গুড বয়" প্রমাণ করতে ফাইল চেপে যাচ্ছে। দেশে প্রতি ২৩০ জন মানুষের মধ্যে ১১শতাংশ পুরুষ ও ৬শতাংশ মহিলা পর্ণগ্রাফিতে আসক্ত। শাসক বহুবিবাহ রোধ করার চেষ্টা করলেও শাসকের ঘরেই তো রয়েছে বহুবিবাহ। ২০১৯-২০২১সালের সমীক্ষা বলছে, দেশে প্রতি ১০০০ জন পুত্র সন্তান পিছু কন্যাসন্তান ৯২৯ যা ইতিবাচক নয়। মেঘালয় বাদ দিলে বাকি রাজ্যের হার ভালো নয়। নেতা মন্ত্রীদের বিরুদ্ধেই রয়েছে মহিলা নিগ্রহের অভিযোগ। বেশির ভাগ শাসকই তো "শাহাজান"। বিখ্যাত আমেরিকার গবেষক লাইজ্যাক লিখেছেন,ধর্ষনের কারন পুরুষের রাগ, লিঙ্গ বৈষম্য মানসিকতা। ১৯৬৯ সালে ১৫৬টি কেস গবেষনা করার পর চিন্তাবিদ প্যাগী স্যান্ডি প্রমান করার চেষ্টা করেছেন, মাতৃতান্ত্রিক বা আদিবাসী সমাজে ধর্ষনের হার কম ৪৭শতাংশ। মেয়েদের পাশে থেকেছে বিচারবিভাগ। বারবার তাদের অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে। স্ত্রী সন্তান চান বলে অভিযুক্ত স্বামীকে পেরোলে মুক্তি দেন মহামান্য পাটনা হাইকোর্ট, স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর অধিকার আছে বলে রায় দেয় মহামান্য মাদ্রাস হাইকোর্ট। রাজনীতিতে মেয়েদের অংশগ্রহণ যতই হোক, সেখানে রাজনীতিকরণই প্রাধান্য পাচ্ছে। কোন দল কত জন মহিলাকে ভোটে টিকিট দিচ্ছে?- সেটাও ভোটের প্রচার!সঞ্জয় কুমার তাঁর "ওমেন ভোটার্স ইন ইন্ডিয়া" বইতে লিখেছিলেন, কম পড়াশোনা করা মহিলাদেরই রাজনীতিতে যোগদান বেশি। আজ সন্দেশখালি প্রতিবাদ করছে, ফ্রান্স রাস্তায় নেমেছে, মালালা থেকে নার্গিস মহামদি লড়াই করছেন মেয়েদের অধিকারের দাবিতে। মেয়েদের আরোও সচেতন হতে হবে, দলীয় রাজনীতির বাইরে এসে নিজেদের গুরুত্ব বুঝতে হবে,নাহলে রাজনীতির চোরা স্রোতে ভেসে যাবে মেয়েরা। আসাদ চৌধুরী লিখেছিলেন, "তোমাদের যা বলার ছিল, বলেছো কি তা বাংলাদেশ?"

কবিতা

বঞ্চিত মানুষের কাব্য

পশুপতি ভদ্র

আঘাতের অভ্যন্তরে ক্ষত,
খাদ্যের অভাবে শুকিয়ে যাচ্ছে আধুনিক সাহিত্য,
ক্রমশ কবি, - হয়ে উঠছে কাহিল।

পর্যাপ্ত উপকরণে ঘাটতি,
বাজার মূল্য উর্ধমূখি, - স্বদেশে চড়া মুদ্রাস্ফীতি,
মিষ্টি আঙুর, - হয় কী টক?
অব্যবস্থায় কবি কী লেখে নৈসর্গিক কবিতা?

পরিস্থিতি অত্যন্ত করুণ,
কর্তা,- ক্রমশ হয়ে উঠছে বিত্তশালীর রক্ষাকবচ,
শোষক, মুখোশ পাল্টে এই মুহূর্তে কর্পোরেট,
নতুন পাউচে পুরনো তেল,
কবিতায় প্রতিবাদ, - হচ্ছে কী উপশম?

বর্তমান সময়ে কবির কলম,
বঞ্চনার জ্বালা,- ক্ষুধার থেকে কয়েক গুণ তীক্ষ্ণ,
আজন্ম দরিদ্র, - একলব্যের প্রতিচ্ছবি,
শ্রমিক, কৃষক, কবি লেখে বঞ্চিত মানুষের কাব্য,
এসো হে ব্যাস, একসঙ্গে লিখি, নৈসর্গিক কবিতা!

ভোট ফোট

হরিপদ মাহাতো

ভোট যুদ্ধের বাক-বিতন্ডায় ভুগছে সারা দেশ
কার গদী, কে করবে দখল? বয়তে থাকে রেশ।
তাবড় নেতার পিঠে রোদ ! আছাড় খেয়ে যায়
রোড -শো নামের এমন দৃশ্য, চরম ব্যস্ততায়।
কেউ খুলে দেয় কব্দনী তো, কেউ খুলে দেয় ছোঁট
কেউ বলবে, পাগলা ষাঁড় ! জমতে থাকে ঘোঁট।
চোরে চোরে মাসতুতো ভাই বুঝছে দেশের লোক
মাছের মায়ের পুতের শোকে ফালতু বাঞ্ঝা শোক!
ছবি ছেঁড়া ! দেয়াল মোছা, ধর ধর ! মারমার !
এমনি করে বাদ- প্রতিবাদ ! ধন্যি রে সরকার !
ভোট এলেই কত ঢঙ ! পিঠেতে লাগায় গুড়
বাঁশের উপর আর একটা বাঁশ, কত ঝুড়বি ঝুড়!
সবাই এখন নাক গলাচ্ছে, ঝান্সা দেখে চোখ
মুক্তিলাভের খুঁজছে উপায়, যা হোক কিছু হোক।

জাহ্নবী-২

কিশলয় গুপ্ত

কেউ তো আছে অন্যের কাছে
ঢেউ তো নিয়ত আসে যায়
ফেউ এসেছিল "চরন ধরিতে"
নাজুক কলিজা হাসে হায়।

কেউ তো আছে আলোর গভীরে
কবিরে শুধায় যাযাবরে
জীবন সুধায় বুক পাতা হোক
স্বপ্ন থাকে কোন ঘরে।

কেউ তো আছে হাতের নাগালে
রাতের কাছে এই প্রশ্ন থাক
রাম কি আবার বনবাসে যাবে?
রাবনেরা সব নিপাত যাক।

জাহ্নবী তুই এই স্রোতে থাক
গান বাজে ওই স্মার্টফোনে
আমিও কিছুটা যাপন দেখেছি
নিজহাতে গড়া রিংটোনে।

উৎসব

সুজন দাশ

উৎসব মানে আনন্দধারা প্রীতির প্লাবনে ভাসা,
একাকিত্বের দূরত্ব মুছে একান্তে কাছে আসা!
উৎসব মানে উচ্ছ্বাস প্রেম ভাগ করে নেয়া সুখ,
মিলনে সাম্যে জাগানো হৃদয় পেতে দিতে চায় বুক!

উৎসব মানে স্বর্গের নীড় স্বপনের তারে বাঁধা,
প্রেরণা সাম্যে ভালোবাসা গান কোরাসের সুরে সাধা!
নিজস্বতার আপন বলয়ে সবাইকে নিয়ে বাঁচা,
হিংসা বিবেক দূর করে মনে মলিনতাগুলো কাচা!

মনের কষ্ট দুঃখ ভোলার এ যেন শ্রেষ্ট রীতি,
পরস্পরের গড়ে বন্ধন অন্তরে দেয় প্রীতি।
জাতি ধর্ম ও বর্ণের ভেদ উৎসব দেয় মুছে,
নির্বাধ মেলা মেশার সুবাদে দূরত্ব যায় ঘুচে!

পারিবারিক ও সামাজিক হোক কিংবা জাতীয় সেটা,
ঋতু ধর্ম ও হোক বর্ণের একই কাজ করে এটা।
উৎসব পারে মিলাতে সবারে আনতে সবারে কাছে,
এটা হল এক প্রমাণিত কথা ভুল নেই কোনো পাছে!

বাঙালিরা হলো উৎসব প্রিয় মাতে আনন্দ গানে,
ভাসায় সবারে প্রেম প্রীতি রসে সুখ দেয় প্রাণে প্রাণে!
উৎসবে যারা ভাসতে পারে না ওরা আঁধারের জীব,
অশুভ চেতনা অন্তরে গাঁথা বর্বর তারা ক্লীব।

ঘোষণা

পত্রিকার সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় কোন লেখকের বা কবির লেখার বিষয়বস্তু, মন্তব্য এবং বক্তব্য একান্তই তার নিজস্ব। এ বিষয়ে পত্রিকা কর্তৃপক্ষ বা সম্পাদকের কোন দায় নেই।

রাজ্য

বাংলায় গ্রেফতার বেঙ্গালুরু বিস্ফোরণকাণ্ডের ২ অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১২ এপ্রিলঃ রামেশ্বরম ক্যাফে বিস্ফোরণ কাণ্ডে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল এনআইএ। বাংলায় এসে তারা গা-ঢাকা দিয়েছিল। বেঙ্গালুরুর রামেশ্বরম ক্যাফেতে আইইডি বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িত ছিল এই দু'জন। অভিযুক্ত এই দু'জন কলকাতা সংলগ্ন কাঁথি এলাকাতেই লুকিয়ে ছিল। আজ, শুক্রবার তাদের গ্রেফতার করে এনআইএ। দীর্ঘদিন ধরে এনআইএ এই দু'জনকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। আইইডি দিয়ে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল। একজন এই আইইডি রেখে এসেছিল। অপর ব্যক্তি গোটা বিস্ফোরণের মাস্টারমাইন্ড ছিল। প্রসঙ্গত, মার্চ মাসের ১ তারিখ বেঙ্গালুরুর রামেশ্বরম ক্যাফেতে যে আইইডি বিস্ফোরণ হয়েছিল, তাতে আহত হয়েছিলেন কমপক্ষে ১০ জন। ৩ মার্চ তদন্তভার গ্রহণ করে এনআইএ। তদন্তে নেমে সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছিল, এক যুবক কালো রঙের ব্যাগ নিয়ে এসেছিল। মুখে মাস্ক পরা ছিল। ওই যুবক ইডলি অর্ডার করে। খাবার খেয়ে সে বেরিয়ে যায়। টেবিলের নীচে রেখে যায় ব্যাগটি। মিনিট দশেক পরই ক্যাফেতে বিস্ফোরণ হয়। ঝলসে যান অনেকে। ওই হামলায় মূল অভিযুক্ত ছিল আব্দুল মাথিন ত্বহা ও মুসাভির হুসেন সাজিব। বিস্ফোরণের পর থেকেই সিসিটিভি ফুটেজ দেখে অভিযুক্তদের খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছিল। অবশেষে তাঁদের আজ গ্রেফতার করে এনআইএ। জানা গিয়েছে, কলকাতার উপকণ্ঠেই লুকিয়ে ছিল দুই অভিযুক্ত। তারা পরিচয় গোপন করে থাকছিল। আজ এনআইএ, পশ্চিমবঙ্গ, তেলঙ্গানা, কর্নাটক ও কেরল পুলিশের যৌথ অভিযান করে অভিযুক্ত দুইজনকে গ্রেফতার করে। সূত্রের খবর, মুসাভির হুসেন সাজিব নামক যুবককেই সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছিল। সে-ই ব্যাগে করে আইইডি বিস্ফোরক রেখে এসেছিল ক্যাফেতে। আব্দুল মাথিনএই বিস্ফোরণকাণ্ডের মাস্টারমাইন্ড। এনআইএ সূত্রে খবর, অভিযুক্ত দুইজনের বিরুদ্ধেই ২০২০ সালে সন্ত্রাসের মামলা রয়েছে। আইসিসের বেঙ্গালুরু মডেল-আল হিন্দের সঙ্গে যুক্ত আব্দুল মাথিন ত্বহা। গোয়েন্দারা ইতিমধ্যেই অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। বিভিন্ন রাজ্যের পুলিশরাও এনআইএ-কে তদন্তে সাহায্য করছে। গোয়েন্দারা খতিয়ে দেখছেন যে দক্ষিণ ভারতে বিস্ফোরণের পর সুদূর বাংলায় কেন তারা ঘাঁটি গাড়ল। এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ভাড়াই বা পেল কীভাবে। ধৃত দুই জঙ্গির সঙ্গে বাংলার কারোর যোগাযোগ রয়েছে কিনা, বাংলায় জঙ্গি সংগঠনের স্লিপার সেল সক্রিয় রয়েছে কি না, এই বিষয়গুলিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

যুবককে ১৭ বার ছুরির কোপ, পিছনে রাজনীতিই

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১২ এপ্রিলঃ ভোটের আবহে আবার খুনের ঘটনা ঘটল বৃহস্পতিবার গভীর রাতে। উলুবেড়িয়ার চেঙ্গাইল কলাবাগান এলাকায় এক যুবককে একাধিকবার ছুঁড়ির আঘাতে মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের নাম বাপন মান্না। তাঁর বয়স সতেরো বছর। তিনি স্থানীয় একটি জুটমিলের কাজ করতেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁকে ১৭বার ছুঁড়ির আঘাত করে মৃত্যু নিশ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু এত নৃশংসতার পিছনে রয়েছে কি অন্য কারণ? ইতিমধ্যেই এই ঘটনার তদন্ত শুরু করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে কলবাগান এলাকায় বাইক নিয়ে ঝামেলা হয় দু'পক্ষের। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, সামান্য একটি বিষয় নিয়ে ঝামেলা শুরু হয়। বাইকে স্টার্ট দেওয়ার সময়ে প্রচণ্ড শব্দ হচ্ছিল। এই নিয়েই বচসার সূত্রপাত। মৃত বাপন মান্নার দাদা ও তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে এলাকারই অন্য এক দলের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়। অভিযোগ এলাকার দুই দুষ্কৃতী আকাশ জানা ও সাগর জানার বিরুদ্ধে। যদিও প্রাথমিকভাবে ঝামেলা মিটে গেলে, রাত গভীর হতেই শুরু হয় মৃত বাপন মান্নার দাদার খোঁজ। পরিবারের অভিযোগ, দাদাকে খুঁজে না পেয়ে তার ভাই বাপনকে দেখতে পেলে তারা তার উপর হামলা চালায়। তাঁর আর্তনাদে স্থানীয়রা চলে এলে অভিযুক্তরা পালিয়ে যান। আশঙ্কাজনক অবস্থায় বাপনকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষনা করেন।

'এই কেসের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই'ঃ তৃণাঙ্কুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১২ এপ্রিলঃ পাহাড়ে নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে এফআইআর করেছে রাজ্য। তাতে নাম রয়েছে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোরাধ্যায়ের। রয়েছে ঘাসফুল শিবিরের আরও একাধিক তাবড় তাবড় নেতাদের নাম। নাম রয়েছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ নেতা তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্যের। নাম আছে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ঘনিষ্ঠ হাবড়ার তৃণমূল ছাত্র পরিষদ নেতা বুবাই বোসেরও। এই খবর সামনে আসতেই তা নিয়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে রাজনৈতিক মহলের আনাচে-কানাচে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তৃণাঙ্কুর। তিনি বলছেন, "বিজেপি বোধহয় ভয় পেয়েছে। আমরা বরাবরই নির্বাচন আসলে তৃণমূলের কংগ্রেসের নেতৃত্বদের উপর এই অভিযোগ লাগিয়ে তাঁদের আটাকানোর চেষ্টা করে। এরকম কোনও কিছুর সঙ্গে আমি যুক্ত নই।" এখানেই না থেমে তিনি আরও বলেন, "যাঁরা আমাকে বদনাম করার চেষ্টা করছে, ফাঁসানোর চেষ্টা করছে তাদের সেই উদ্দেশ্য সফল হবে না। কারণ এই কেসের সঙ্গে আমার দূর-দূরান্তেও কোনও সম্পর্ক নেই। কারও সঙ্গে পরিচয়ও হয়নি। তদন্ত হোক। তদন্তে হলে পূর্ণ সহযোগিতা করব। কিন্তু বিরোধীরা যতই চক্রান্ত করুক সত্যি ঠিকই সামনে আসবে।" তবে তোপ দাগতে ছাড়েনি বামেরা। বাম নেতা বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য বলছেন, "রাজ্য সরকার এটা স্বতঃপ্রণোদিতভাবে করেনি। আদালতের নির্দেশে বাধ্য হয়ে করেছে। চাপে পড়ে কমিটি তৈরি হয়েছিল। তাঁরা তিন চারজনের নাম পেয়েছিলেন। এফআইআর দাখিল করার নির্দেশ ছিল গত ফেব্রুয়ারি মাসে।" পাহাড়ের শিক্ষাঙ্গনে দুর্নীতির অভিযোগে একটি চিঠি সামনে আসে। সেই বেনামি চিঠি ঘিরে শোরগোল পড়ে গিয়েছিল শিক্ষা মহলের অন্দরে। ওই চিঠির ভিত্তিতেই অভিযোগ দায়ের করেন স্কুল শিক্ষা দফতরের ডেপুটি সেক্রেটারি। বিধান নগর উত্তর থানায় দায়ের হয়েছে এই এফআইআর। সেই এফআইআর প্রথমবার রাজ্য সরকার নিজে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করল।

গোটা রাজ্যেই 'সন্দেশখালি'

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১২ এপ্রিলঃ লোকসভা ভোটের আগে বাংলা জুড়ে সন্দেশখালির ঝড় তুলতে চেয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গত মাসে বারাসতে দলীয় সভা থেকে এমনই বার্তা দিয়েছিলেন তিনি। সন্দেশখালি আন্দোলনের ঝড় রাজ্যের আর কোথাও উঠুক, বা না উঠুক, সন্দেশখালির আন্দোলনকারীদের নিয়ে ভোট-প্রচারে ঝড় তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বঙ্গ-বিজেপি নেতৃত্ব। দলীয় স্তরে সিদ্ধান্ত হয়েছে, সন্দেশখালিতে যাঁরা তৃণমূলের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে সবার নজর কেড়েছেন, তাঁদের বিভিন্ন জায়গায় বিজেপি প্রার্থীদের সমর্থনে ভোট-প্রচারে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে গিয়ে আন্দোলনকারীরা সাধারণ মানুষকে বলবেন, কীভাবে সন্দেশখালিতে অত্যাচার চালিয়েছেন রাজ্যের শাসক দলের নেতারা। গত বুধবার জলপাইগুড়িতে বিজেপি প্রার্থী জয়ন্ত রায়ের সমর্থনে দু'টি সভা করেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। দু'টি সভাতেই হাজির ছিলেন সন্দেশখালির ন'জন আন্দোলনকারী। তাঁদের মধ্যে একজন সভায় ভাষণও দেন। সূত্রের খবর, আগামী দিনে নরেন্দ্র মোদীর সভামঞ্চেও দেখা যেতে পারে সন্দেশখালির মহিলাদের। বিজেপি চাইছে, সন্দেশখালি ইস্যুকে জিইয়ে রেখে ভোট-বাক্সে সুফল পেতে। যে কারণে নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহরা এ রাজ্যে ভোট-প্রচারে এসে সন্দেশখালি প্রসঙ্গে তৃণমূলকে বিঁধছেন নিয়ম করে। রাজনৈতিক মহলের মতে, তৃণমূলের মহিলা ভোট-ব্যাঙ্কে থাবা বসাতেই সন্দেশখালিতে মহিলাদের উপর অত্যাচারের অভিযোগগুলি আরও সংগঠিতভাবে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রচার করতে চাইছে গেরুয়া শিবির। বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি টিকিট দিয়েছে সন্দেশখালির আন্দোলনকারী রেখা পাত্রকে। তাঁকেও বাছাই করা কয়েকটি কেন্দ্রে প্রচারে নিয়ে যাওয়ার ভাবনাচিন্তা রয়েছে বিজেপির। শুধু সন্দেশখালির আন্দোলনকারীদের বিভিন্ন লোকসভা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়াই নয়, সন্দেশখালির ঘটনাগুলি নিয়ে বেশ কয়েকটি ভিডিয়ো বার্তাও তৈরি করা হয়েছে বিজেপির তরফে। সেগুলিও বিভিন্ন নির্বাচনী সভার ফাঁকে জায়ান্ট স্ক্রিনে দেখানোর পরিকল্পনা করেছে পদ্ম-শিবির। দলের এক বর্ষীয়ান নেতার কথায়, 'এ বারের লোকসভা ভোটে সন্দেশখালি সব থেকে বড় ইস্যু। বিরোধী রাজনৈতিক দল হিসেবে সেটা আমরা স্বাভাবিকভাবেই তৃণমূলের বিরুদ্ধে ব্যবহার করব।

রেশন দুর্নীতিতে আলোচনায় ৩৫০ কোটি টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১২ এপ্রিলঃ রেশন বন্টন দুর্নীতি মামলায় তৃতীয় চার্জশিট পেশ করতে চলেছে ইডি। এই তৃতীয় চার্জশিটে থাকছে ব্যবসায়ী বিশ্বজিৎ বসুর নাম। ২০১৪ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত নগদ রেশন বন্টন দুর্নীতি মামলায় ৩৫০ কোটি টাকা বিদেশে পাচার করা হয়েছিল। তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উঠেছে। চার্জশিটে সেই বিষয়ে উল্লেখ থাকতে চলেছে।ইডি সূত্রে দাবি, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের এজেন্ট মারফত বিশ্বজিৎ বসুর কাছে টাকা পৌঁছে যেত। এছাড়া হাওয়ালার মাধ্যমেও বিদেশে টাকা পাচার করা হয়েছিল, এই সমস্ত তথ্য উঠে এসেছিল তাঁর বিরুদ্ধে। বিশ্বজিৎ বসুর যে সোনার ব্যবসা ছাড়াও একাধিক ব্যবসার হদিশ মিলেছে নতুন করে, সেই সমস্ত বিষয় উল্লেখ করা থাকবে চার্জশিটে। প্রসঙ্গত, রেশন দুর্নীতি মামলায় ইতিমধ্যেই জ্যোতিপ্রিয় ও তাঁর ঘনিষ্ঠ বাকিবুরের বিরুদ্ধে প্রথম চার্জশিট জমা দিয়েছিল ইডি। সেখানে অন্তত ২০ হাজার কোটি টাকা রেশন দুর্নীতি মামলায় বিদেশে পাচার করা হয়েছে বলে ইডি চার্জশিটে উল্লেখ করেছে। ইডি-র দাবি, সেই টাকা শঙ্কর আঢ্য নামে বিদেশে পাচার করা হয়েছে। সেই সূত্রেই শঙ্করকে গ্রেফতার করা হয়। শঙ্করের নামও দ্বিতীয় চার্জশিটে উল্লেখ করে ইডি। এবার তৃতীয় চার্জশিটে থাকতে চলেছে বিশ্বজিৎ বসুর নাম। কেন্দ্রীয় এজেন্সির দাবি, বিশ্বজিৎ পাঁচ শতাংশ কমিশনে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের দুর্নীতির টাকা বিদেশ পাচারে কাজ করতেন। ২০১৪-২০১৫ সালে রেশন দুর্নীতির সাড়ে তিনশো কোটি টাকা বিদেশে পাচার করেছেন তিনি। ইডি'র অভিযোগ, এজেন্ট মারফত জ্যোতিপ্রিয়র রেশন দুর্নীতির নগদ টাকা পৌঁছে যেত এই ব্যবসায়ীর কাছে। এরপর তিনি সেই টাকা বিদেশে পাঠিয়ে দিতেন হাওয়ালার মাধ্যমে বলে অভিযোগ।

বোকা মেয়েটার জন্য দিলীপের গলায় আক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১২ এপ্রিলঃ সঙ্ঘ আর রাজনীতিই তাঁর জীবন। বাল্যকালে সঙ্ঘের প্রতি আকর্ষণ থেকে ঘর ছেড়েছিলেন। রাজ্যে বিজেপির উত্থানের অন্যতম কারিগর দিলীপ ঘোষ কাটিয়ে ফেলেছেন জীবনের ৫৯টি বসন্ত। বার্ধক্যের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে কি থিতু হতে ইচ্ছা করে না অচেনা ধারায় বইতে থাকা জীবনে? ইচ্ছা করে না, বিকেলে আসুক বসন্ত? এক সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অবশ্য এই প্রশ্নের মুখে আক্ষেপের সুর ঝরে পড়ল রাজ্য রাজনীতির 'বিতর্কিত বালক'এর কণ্ঠে। বললেন, কে আমার মতো ভবঘুরের সঙ্গে প্রেম করবে? কে আছে এমন বোকা? সম্প্রতি এক টিভি চ্যানেলকে একান্ত সাক্ষাৎকার দেন দিলীপবাবু। রাজনীতি থেকে ব্যক্তিগত জীবন, স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে সমস্ত প্রশ্নেরই উত্তর দেন বর্ধমান – দুর্গাপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী। সঙ্ঘের জন্য নিবেদিতপ্রাণ জীবনে কি কখনও বিয়ে বা প্রেম করতে ইচ্ছা হয়নি? এই প্রশ্নের জবাবে বরাবরের মতো চমকে দেন তিনি। বলেন, 'কে প্রেম করবে আমার মতো লোকের সঙ্গে? যে কোথাও থাকে না। কোথায় যায়, কী করে ঠিক নেই। তার কাল কী হবে জানে না। এরকম বোকা মেয়ে আমাদের দেশে খুব কম আছে'। রাজ্য বিজেপিতে দিলীপ ঘোষের উত্থান ধূমকেতুর মতো। তিনি যখন রাজ্য বিজেপি সভাপতি হন তখন রাজনৈতিক বৃত্তে তাঁকে চিনতেন না তেমন কেউ। এহেন দিলীপ ঘোষের হাত ধরেই ২০১৯-এ রাজ্যে ৩টি আসন থেকে ১৮টায় পৌঁছেছে বিজেপি। ৭৭এ পৌঁছেছে তাদের আসনসংখ্যা।

ক্রীড়া-সংবাদ

প্রতিবাদে চ্যানেল বর্জন বার্সা-পিএসজির

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১২ এপ্রিলঃ কৈশোরেই যেভাবে আলো ছড়াচ্ছেন, তাতে অনেকেই লামিনে ইয়ামালের মধ্যে আগামীর মহাতারকা হওয়ার সব রকম সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছেন। গত রাতে চ্যাম্পিয়নস লিগ কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে পিএসজির বিপক্ষেও দারুণ খেলেছেন ইয়ামাল। বার্সেলোনার ৩-২ ব্যবধানের জয়ে নিজে গোল করতে বা করাতে না পারলেও একাধিকবার পিএসজির রক্ষণভাগকে পরীক্ষায় ফেলেছেন। এমন সম্ভাবনাময় ফুটবলারকে নিয়েই ম্যাচ শুরুর আগে আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন আর্জেন্টিনার সাবেক গোলকিপার হেরমান বারগোস, যিনি আতলেতিকো মাদ্রিদেরও সাবেক গোলকিপার ও কোচ এবং বর্তমানে ফুটবল বিশ্লেষক হিসেবে কাজ করছেন। স্প্যানিশ টিভি চ্যানেল ও চ্যাম্পিয়নস লিগের অন্যতম সম্প্রচারকারী প্রতিষ্ঠান মুভিস্টার প্লাসে বারগোসের সেই মন্তব্যের জেরে তাদের বর্জন করেছে বার্সেলোনা ও পিএসজি। শেষ পর্যন্ত বারগোস ক্ষমা চাইলেও লাভ হয়নি। দুই দলের খেলোয়াড়েরা ম্যাচ শেষে মুভিস্টার প্লাসের সঙ্গে কথা বলা এবং সাক্ষাৎকার দেওয়া থেকে বিরত থাকেন। আজ বিকেলে স্পেনের ক্রীড়া বিষয়ক ওয়েবসাইট ‘রেলেভো’ জানিয়েছে, বারগোস মুভিস্টার প্লাস থেকে পদত্যাগ করেছেন। পিএসজির মাঠ পার্ক দে প্রিন্সেসে কাল ম্যাচ শুরুর আগে বল নিয়ে কারিকুরি করছিলেন ইয়ামাল। এ সময় বার্সার ১৬ বছর বয়সী উইঙ্গারের উদ্দেশে বারগোস বলেন, ‘সে যদি বড় মাপের ফুটবলার হতে ব্যর্থ হয়, তাহলে এসব দক্ষতা ট্রাফিক আলোর নিচে (ট্রাফিক সিগনালে) দেখাতে হবে।’ বার্তা সংস্থা এএফপি বলছে, বারগোস তাঁর এই কথার মাধ্যমে আসলে বোঝাতে চেয়েছেন, ইয়ামাল রাস্তায় ভিক্ষা করবেন বা রাস্তায় তাঁর ফুটবলশৈলী দেখিয়ে টাকার জন্য মানুষের কাছে হাত পাতবেন। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যমগুলো বারগোসের মন্তব্যকে ‘নিম্নশ্রেণির’ আখ্যায়িত করেছে। তবে বারগোসের দাবি, তাঁর মন্তব্যকে ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রথমে মুভিস্টার প্লাস এবং পরে নিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে বিষয়টি খোলাসা করে ক্ষমাও চেয়েছেন ৫৪ বছর বয়সী এই আর্জেন্টাইন। মুভিস্টার প্লাসকে তিনি বলেছেন, ‘আমি কাউকে আঘাত করার জন্য মন্তব্যটি করিনি। এটা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু কখনো কখনো হাস্যরস আপনাকে সমস্যায় ফেলতে পারে। কেউ যদি আমার মন্তব্যে বিরক্ত হন, তাহলে আমি দুঃখিত এবং প্রকাশ্যে ক্ষমাপ্রার্থী।’ ইয়ামালকে নিয়ে বারগোসের আপত্তিকর মন্তব্যের জন্য মুভিস্টার প্লাসও ক্ষমা চেয়েছে এবং নিশ্চিত করেছে যে এ ধরনের ঘটনা যাতে আর না ঘটে, সে জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এতেও মন গলেনি বার্সা ও পিএসজির।

ফিরলেন সূর্যকুমার, কোহলির বেঙ্গালুরুর টানা চতুর্থ হার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১২ এপ্রিলঃ এই সূর্যকুমার যাদবকেই মিস করছিল মুম্বাই ইন্ডিয়ানস, মিস করছিল আইপিএল। পুরো ম্যাচে দুই দল মিলিয়ে ফিফটি হলো পাঁচটি। তবে অনায়াসেই একটিকে আলাদা করা যায়, সূর্যকুমারের ফিফটি। তিন মাসেরও বেশি সময় চোটের কারণে মাঠের বাইরে ছিলেন সূর্যকুমার। কিন্তু আজ মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়েতে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্সের বিপক্ষে সূর্যকুমার খেললেন চেনা সূর্য রূপেই। করলেন আইপিএল ক্যারিয়ারের দ্রুততম ফিফটি। সূর্যের নিজেকে ফেরানোর দিনে মুম্বাইও পেয়েছে বড় জয়। বেঙ্গালুরুর তোলা ৮ উইকেটে ১৯৬ রান মুম্বাই টপকে গেছে ২৭ বল আর ৭ উইকেট হাতে রেখে দিয়েই। পাঁচ ম্যাচে এটি মুম্বাইয়ের দ্বিতীয় জয়। আর ছয় ম্যাচে বেঙ্গালুরুর পঞ্চম হার, এর মধ্যে চারটিই টানা। গত ডিসেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে গিয়ে পায়ে চোট পেয়েছিলেন সূর্যকুমার। পরে জানা যায় স্পোর্টস হার্নিয়া, গোড়ালি ও হাঁটুর চোট তিনটিতেই ভুগছেন তিনি। সেরে উঠতে সময় লাগায় মিস করেছেন আইপিএলে মুম্বাইয়ের প্রথম তিন ম্যাচ। ওই তিন ম্যাচেই হারে হার্দিক পান্ডিয়ার দল। সূর্যকুমার চোট কাটিয়ে প্রথম মাঠে নামেন দিল্লি ক্যাপিটালসের বিপক্ষে। তবে দুই বল খেলে কোনো রান তোলার আগেই আউট হয়ে যান। আজ বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে যখন মাঠে নামেন, ততক্ষণে মুম্বাইয়ের রান ১ উইকেটে ১০১। প্রথম চার বল কিছুটা দেখেশুনেই খেলেছেন, নিয়েছেন ৫ রান। এরপর ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের শুরুটা করেন আকাশ দীপের ওপর দিয়ে। এক ওভারেই ৩ ছয়, ১ চারসহ নেন ২৪ রান। পরে রিস টপলির ওভার থেকে নিয়েছেন ৩ চার ১ ছয়সহ ১৮ রান। আর বলের পর বল বাউন্ডারি বের করতে খেলেছেন স্কুপ, ফ্লিকসহ নিজের ‘প্রথাগত’ সব শট। সূর্যকুমার আইপিএল ক্যারিয়ারে ২৩তম ফিফটির মাইলফলক স্পর্শ করেন ১৭ বলে, যা তাঁর দ্রুততম। এরপর অবশ্য বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি। আউট হয়েছেন ১৯ বলে ৫২ রানে বিজয়কুমারের বলে ক্যাচ তুলে। বেশ তৃপ্তি নিয়ে ডাগআউটে ফিরেছেন সূর্য।

দিনেশ কার্তিককে ‘স্লেজিং’ রোহিতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১২ এপ্রিলঃ মাঠে ক্রিকেটাররা কত–কীই না মন্তব্য করেন। প্রতিপক্ষকে মানসিকভাবে দুর্বল করার উদ্দেশ্য নিয়ে করা এসব মন্তব্য শুধু গালিগালাজ বা কটু কথাবার্তাতেই সীমাবদ্ধ থাকে না, অনেক সময় কৌতূককরও হয়ে ওঠে। মাঝেমধ্যে এমন মন্তব্য ক্রিকেটারদের অনেকের রসিকতার মানসিকতাকেই সামনে নিয়ে আসে। রোহিত শর্মা এসব ব্যাপারে অন্যদের চেয়ে এগিয়ে থাকেন বরাবরই। মাঝেমধ্যেই মাঠের মাইক্রোফোনে রোহিতের অনেক রসিকতা দর্শকদের কানে এসেছে। যেমন কাল আইপিএলে মুম্বাই ইন্ডিয়ানস ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচের কথা এখন রীতিমতো ভাইরাল! মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে বেঙ্গালুরুর হয়ে ব্যাট করছিলেন দিনেশ কার্তিক। ইনিংসের শেষ ওভারে আকাশ মাধওয়ালের বলে রীতিমতো ঝড়ই বইয়ে দেন এই উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান। টানা ৩ বলে ২ ছক্কা আর ১ চারে নেন ১৬ রান। রোহিত বোলার নন যে ঝড় থামাতে বিশেষ কিছু করতে পারবেন! কিন্তু ফিল্ডার হিসেবে কিছু একটা বলে কার্তিকের মনোযোগে ব্যাঘাত তো ঘটানো যায়! রোহিত তাই বলে ওঠেন, ‘এ তো বিশ্বকাপ খেলার জন্য চাপ সৃষ্টি করে যাচ্ছে। শাবাশ! ওর মাথায় বিশ্বকাপ ঘুরছে। শাবাশ দিনেশ! তোমাকে বিশ্বকাপে খেলতেই হবে।’ রোহিতের এই মন্তব্য পিচ মাইক্রোফোন হয়ে চলে আসে সম্প্রচারে। রোহিত ভারত জাতীয় দলের অধিনায়ক। জুনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দলকে নেতৃত্ব দেবেন। দল ঘোষণার আগে অধিনায়কের মুখে সম্ভাব্য একজন সম্পর্কে এমন মন্তব্য বেশ চমকপ্রদই। তবে ব্যাপারটা সরল থাকছে না মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতেই। কার্তিক খেলছিলেন বেঙ্গালুরুতে, রোহিত মুম্বাইয়ে। কার্তিক ওভাবে খেলছিলেন বলেই প্রতিপক্ষ হিসেবে রোহিতের মুখে অমন কথা উঠে এসেছে।

লিভারপুলের বড় হার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১২ এপ্রিলঃ লিগে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সঙ্গে ড্র করে পয়েন্ট খোয়ানোর রেশ এখনো কাটেনি, এর মধ্যে ইউরোপা লিগেও বড় ধাক্কা খেল লিভারপুল। কাল রাতে ইউরোপা কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে আতালান্তার কাছে ৩-০ গোলে হেরেছে ইয়ুর্গেন ক্লপের দল। আর সেটা নিজেদের মাঠ অ্যানফিল্ডেই! ম্যাচের পর ক্লপ বলেছেন, লিভারপুলের খেলা একটা পর্যায়ে এতটাই ছন্নছাড়া ছিল, তিনি নিজেই চিনতে পারছিলেন না এটা তাঁর দল। এখনো দ্বিতীয় লেগ বাকি থাকায় এখনই ইউরোপা লিগ থেকে ছিটকে পড়েনি লিভারপুল। তবে অ্যানফিল্ডে অপরাজেয়-যাত্রা থেমে গেল ১৪ মাস পর। রোববার প্রিমিয়ার লিগে ইউনাইটেডের বিপক্ষে ম্যাচ থেকে ছয় পরিবর্তন নিয়ে দল নামিয়েছিলেন ক্লপ। শুরুটা ভালোও করেছেন প্রথম ১৫ মিনিটের মধ্যে গোলের ভালো সুযোগ তৈরি হয়েছিল। কিন্তু দারউইন নুনিয়েজ বল লক্ষ্যে রাখতে না পারলে সেটা নষ্ট হয়। ধীরে ধীরে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয় আতালান্তা। যার শুরুটা হয় ৩৮ মিনিটে জিয়ানলুকা স্কামাকার গোলে। প্রথমার্ধে ১-০ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ার পর দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই মোহাম্মদ সালাহ, দমিনিক সোবোসলাইদের বদলি করেন লিভারপুল কোচ। পরে নামান লুইস দিয়াজ, দিয়েগো জোতাদেরও। কিন্তু লিভারপুল আর ম্যাচে ফিরতে পারেনি। সালাহর একটি গোল অফসাইডে বাতিল হয়। ম্যাচে আতালান্তার দ্বিতীয় গোলটি আসে ৬০ মিনিটে, গোলদাতা সেই স্কামাকাই। ৮৩ মিনিটে লিভারপুলের কফিনে শেষ পেরেকটি ঠুকে দেন ক্রোয়াট মিডফিল্ডার মারিও পাসালিচ। লিভারপুল ঘরের মাঠে ম্যাচ হারল ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারির পর এই প্রথম। আর গোল ব্যবধানের দিক থেকে ইউরোপের শীর্ষস্থানীয় লিগগুলোর মধ্যে ঘরের মাঠে যৌথভাবে সবচেয়ে বড় হার এটি। এর আগে অ্যানফিল্ডে ২০১৪ সালে ৩-০ এবং ২০২৩ সালে ৫-২ ব্যবধানে হেরেছে লিভারপুল, দুটিই রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে। স্বাভাবিকভাবেই আতালান্তার বিপক্ষে এমন হারে ম্যাচ শেষে হতাশা প্রকাশ করেন ক্লপ। মৌসুম শেষে অ্যানফিল্ড ছাড়তে যাওয়া এই জার্মান বলেন, ‘খুবই বাজে একটা ম্যাচ খেলেছি। আমাদের শুরুটা ভালো ছিল। খুবই ভালো। কিন্তু সেটা ধরে রাখতে পারিনি। ওরা গোল করেছে আর আমরা নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছি। মাঝমাঠে আমরা এখানে-সেখানে খেলেছি। আমিই চিনতে পারিনি।’ ইউরোপা লিগের সেমিফাইনালে উঠতে হলে লিভারপুলকে এখন পরের লেগে অন্তত ৪-০ ব্যবধানে জিততে হবে। লিভারপুলের শেষ চারের স্বপ্ন টিকে আছে কি না, জিজ্ঞেস করলে ক্লপ বলেন, ‘সেটা এখনই বলার সময় নয়। এক সপ্তাহ পরের ম্যাচ নিয়ে ভাবার অবস্থায় আমি নেই। এর মাঝে আমাদের আরও একটি ম্যাচ (লিগে ক্রিস্টাল প্যালেসের বিপক্ষে) আছে। অবশ্যই জেতার চেষ্টা করব। আমরা তো জিততেই চাই।’ লিভারপুল হারলেও ইউরোপা লিগ কোয়ার্টার ফাইনাল প্রথম লেগে জয় পেয়েছে বায়ার লেভারকুসেন। নিজেদের মাঠে ইংলিশ ক্লাব ওয়েস্ট হামকে ২-০ ব্যবধানে হারিয়েছে জার্মান ক্লাবটি।

স্কুলের বেতন না দিয়ে ধোনির ম্যাচ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১২ এপ্রিলঃ পাগলামি তো কত রকমই হয়। কিন্তু এই পাগলামির ব্যাখ্যা কীভাবে দেওয়া যায়! সন্তানের স্কুলের বেতন বাকি রেখে আইপিএলের ম্যাচ দেখার টিকিট কেনা, তা–ও আবার ৬৪ হাজার রুপি খরচ করে! আসলেই ব্যাখ্যাতীত এই পাগলামি। ভদ্রলোক মহেন্দ্র সিং ধোনির ভক্ত। চেন্নাই সুপার কিংস তারকার ভক্তকুল বিশাল। তাঁর নামে জয়ধ্বনি দেন লাখো কোটি মানুষ। কিন্তু ধোনি যদি সেই ভদ্রলোকের কাণ্ড জানতেন, খুব সম্ভবত বিরক্তই হতেন। শুধু প্রিয় খেলোয়াড়ের খেলা আরাম করে দেখার জন্য সন্তানের স্কুলের বেতন না দিয়ে ৬৪ হাজার রুপি খরচ করার ব্যাপারটি কেই–বা ভালো চোখে দেখবেন! তার ওপর সেই লোক টিকিট কিনেছেন কালোবাজারিদের কাছ থেকে। ভদ্রলোকের নিজের মুখেই পড়ুন ঘটনাটি, ‘আমি আমার দুই মেয়েকে নিয়ে মহেন্দ্র সিং ধোনি আর চেন্নাই সুপার কিংসের খেলা দেখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু টিকিট পাচ্ছিলাম না, তাই কালোবাজারিদের কাছ থেকে কিনতে হয়েছে। ৬৪ হাজার রুপি খরচ হয়েছে আমার। সে কারণেই আমি মেয়েদের স্কুলের বেতন দিতে পারিনি।’ ভাইরাল হয়ে যাওয়া ভিডিওটি যতটা হাসিঠাট্টার জন্ম দিচ্ছে, তার চেয়েও চলছে এর সমালোচনা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশির ভাগ মানুষই ধুয়ে দিচ্ছেন সেই ধোনি-ভক্তকে। একজন ইনস্টাগ্রামে লিখেছেন, ‘একটা সামান্য ক্রিকেট ম্যাচ, সে যত বড়ই ক্রিকেট-ভক্ত হোক না কেন, নিজের সন্তানের পড়াশোনার চেয়ে বড় হতে পারে না।’ একজন চিকিৎসক লিখেছেন, ‘আমি ভাষা হারিয়ে ফেলেছি। একটা লোক কতটা বেকুব হতে পারে। আবার বড় গলায় বলছে, মেয়ের স্কুলের বেতন না দিয়ে সে আইপিএলের টিকিট কিনতে টাকা খরচ করেছে।’ শ্রীনিবাসন নামের একজন ‘এক্স’ ব্যবহারকারী পুরো বিষয়টি দেখছেন একটু অন্যভাবে, ‘একটা জিনিস ভেবে দেখুন, এই মানুষটা নিজের দুই মেয়েকে সারা জীবনের জন্য দারুণ একটা স্মৃতি উপহার দিয়ে গেলেন’।

বক্স অফিস

‘আমার খুব কষ্ট হত খুব কাঁদতাম’ঃ কার্তিক

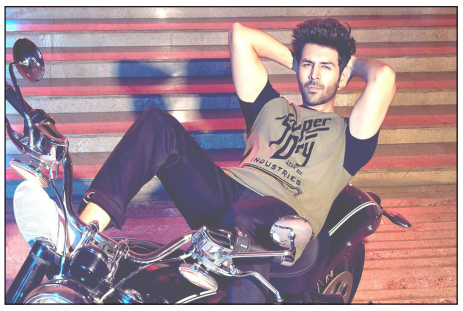

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১২ এপ্রিলঃ কার্তিক আরিয়ান, বর্তমানে বলিউডে দাপটের সঙ্গে রাজত্ব করা এই অভিনেতা কেরিয়ার শুরুর কিছুদিনের মধ্যেই কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিলেন। দিন দিন কোণ ঠাসা হয়ে পড়ছিলেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে। সেই পরিস্থিতি মোটেও সুখকর ছিল না বলিউডের শাহেজাদার জন্যে। একের পর এক প্রযোজনা সংস্থা থেকে সরে দাঁড়াতে শুরু করেছিলেন তিনি। অনেকেই জানিয়ে দিচ্ছিলেন, তাঁর সঙ্গে কাজ করবেন না। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে কার্তিক আরিয়ান তাঁর সেই কঠিন পরিস্থিতি নিয়ে মুখ খুলেছিলেন। নেহা ধুপিয়াকে জানিয়েছিলেন তিনি ধৈর্য্য ধরেছিলেন। আর ধৈর্য্যের ফল যে তিনি হাতেনাতে পাচ্ছেন তা একপ্রকার বলাই চলে। যে করণ জোহরের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের বিবাদ তা বর্তমানে উধাও। বরং শোনা যাচ্ছে তাঁরা একে অন্যের সঙ্গে ছবিও করতে চলেছেন। সম্প্রতি ভরা মঞ্চে কার্তিককে নিয়ে প্রশংসা করতে দেখা যায় করণ জোহারকে। বর্তমানে ভুলভুলাইয়া থ্রি ছবির শুটিং নিয়ে ব্যস্ত অভিনেতা। কলকাতার অলিতে গলিতে শুটিং করে বেড়াচ্ছেন রুহ বাবা। যদিও নিজের সেই কঠিন অধ্যায়ের কথা ভুলতে চান না কার্তিক। কঠিন পরিস্থিতি থেকে শিক্ষা নিয়ে এগিয়ে চলেছেন বলেই এদিন দাবি করেন তিনি।। তবে অভিনেতার কেরিয়ারের শুরুটা যে খুব একটা সুখকর ছিল এমনটা নয়। তিনি বলেন, ”আমি সেই সমস্ত বিজ্ঞাপনও করেছি, যেখানে কেবল একটা প্ল্যাকার নিয়ে ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতে হত। আমি ভীষণ কাঁদতাম। আমার খুব খারাপ লাগত, যখন দেখতাম একের পর এক অডিশন দিয়েও আমি বাদ পড়ে যাচ্ছি। বারবার চেষ্টা করেও সফল হতে পারছিলাম না।”

রুদ্রনীলকে নতুন সিনেমার অফার অজয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১২ এপ্রিলঃ সদ্যই মুক্তি পেয়েছে ময়দান। এই ছবিতে উঠে এসেছে ভারতীয় ফুটবলের বিখ্যাত কোচ সৈয়দ আবদুল রহিমের কথা। ফুটবল নিয়ে এই ছবিতে একাধিক বাঙালিও আছেন। আর তাঁদেরই অন্যতম হলেন রুদ্রনীল ঘোষ। তাঁকে এখানে একটি বিশেষ চরিত্রে দেখা গিয়েছে। এবার এই ছবি মুক্তি পেতে না পেতেই তার হাত ধরে নতুন কাজের অফার পেলেন 'রুডি'। আসলে তাঁর অভিনয় এবং কাজে এতটাই মুগ্ধ হয়েছেন অজয় যে এই অফার তিনি তাঁকে দিয়েছেন। ময়দান ছবিতে নজর কেড়েছেন রুদ্রনীল ঘোষ। শুধু তাই নয়, দর্শকদের পাশাপাশি তাঁর অভিনয়ের গুণে মজেছেন খোদ অজয় দেবগনও। আর সেই কারণেই তাঁকে একটি নতুন ছবির অফার করেছেন এই প্রযোজক অভিনেতা। কিছুদিন আগে কলকাতা এবং বোলপুরে কাজল এবং রণিত রায় যে ভূতের ছবির শ্যুটিং করলেন অর্থাৎ অজয় দেবগন প্রযোজিত ছবি 'মা'য়ের সেখানেই একটি চরিত্রের অফার পেয়েছিলেন রুদ্রনীল ঘোষ। কিন্তু লোকসভা নির্বাচনের প্রচার থাকায় তিনি সেই কাজ করতে পারেননি। তবে মা ছবিতে অভিনয় না করতে পারলেও রুদ্রনীল ঘোষকে কিন্তু আগামীতে বলিউডের একটি ওয়েব

সিরিজে দেখা যেতে চলেছে। তিনি কী কে মেননের সঙ্গে একটি ওয়েব সিরিজে কাজ করেছেন। প্রসঙ্গত ময়দান ছবিতে রুদ্রনীল ঘোষকে একজন ক্রীড়া প্রশাসকের চরিত্রে দেখা গিয়েছে। সেখানে তাঁর চরিত্রের নাম শুভঙ্কর। বর্তমানে সেই চরিত্রের নাম ধরেই নাকি অজয় তাঁকে ডাকছেন। এই ছবির প্রিমিয়ারে ছবির অন্যান্য কলাকুশলী, মূলত অজয় দেবগনের সঙ্গে সময় কাটাতে দেখা যায় রুদ্রনীল ঘোষেক। শাবানা আজমি, জাভেদ আখতারের সঙ্গেও বিশেষ স্ক্রিনিংয়ের সময় ছবি তুলতে দেখা যায় তাঁকে। গত ১০ এপ্রিল মুক্তি পেয়েছে এই ছবিটি। মুখ্য ভূমিকায় দেখা যাবে অজয় দেবগনকে। তাঁর সঙ্গে থাকবেন রুদ্র।

গাছ ভর্তি জামরুল দেখে আহ্লাদে আটখানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১২ এপ্রিলঃ রাজনীতিকে ‘টা-টা বাই বাই’ করে আদ্যোপান্ত ফিল্মি কেরিয়ারে মন মিমি চক্রবর্তীর। নিজেকে সময় দিচ্ছেন অভিনেত্রী। প্রাক্তন সাংসদের সোশাল মিডিয়ায়া উঁকি দিলেই দেখা যাবে, তিনি একেবারে বিন্দাস মুডে রয়েছেন। এবার মিমি তাঁর জামরুল চাষের ঝলক শেয়ার করলেন ভক্তদের সঙ্গে। গাছ ভর্তি ফল। ঝাঁকে-ঝাঁকে জামরুলের ভারে একেবারে নুইয়ে পড়েছে গাছ। যা দেখে আহ্লাদে আটখানা হয়ে পড়েছেন মিমি চক্রবর্তী। নিজের সোশাল মিডিয়ায় একগুচ্ছ ছবি-ভিডিও শেয়ার করেছেন অভিনেত্রী। সেখানেই দেখা গেল তাঁর যত্ন সহকারে জামরুল চাষের ঝলক। নিজে হাতে সেই গাছটি লাগিয়েছিলেন তিনি। আর সেই গাছই এবার ভরে ভরে ফল দিয়েছে। ভিডিওতে দেখা গেল, নিজেই বাঁশের উপর উঠে গাছ থেকে জামরুল পারছেন মিমি। যত্নের ফল দেখে মিমির চোখেমুখে খুশি ঝরে ঝরে পড়ছে। অভিনেত্রী বলছেন, “নিজে হাতে গাছ লাগিয়ে ফল ধরার জন্য অপেক্ষা করার আনন্দই আলাদা।” নেটপাড়ার মতে, এটা থাইল্যান্ড প্রজাতির জামরুল। মিমি বরাবরই পরিবেশপ্রেমী। নিজের বাড়ির ব্যালকনিতেও বিভিন্নরকমের গাছ লাগিয়েছেন তিনি। উল্লেখ্য, অভিনেত্রী সম্প্রতি বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন দোল উৎসব উদযাপনে। সামনে একাধিক কাজও রয়েছে। সামনেই ‘আলাপ’ রিলিজ। এছাড়াও বাংলাদেশের ছবিতে ডেবিউ করতে চলেছেন শাকিব খানের বিপরীতে। ‘তুফান’ কাস্টিং নিয়ে ইতিমধ্যেই দুই বাংলায় ঝড়!

নির্বাচনে প্রতিপক্ষ ‘নেপো কিড’

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১২ এপ্রিলঃ বলিউডের স্বজনপোষণকে ব্রেআব্রু করেছিলেন কঙ্গনা। খান-কাপুর সাম্রাজ্যকে ‘নেপোটিজমের ঝান্ডাধারী’ আখ্যা দিয়ে বছর খানেক ধরেই বিটাউনে লড়াই জারি রেখেছেন অভিনেত্রী। এবার রাজনীতির ময়দানেও তাঁর পিছু ছাড়ল না ‘নেপো কিড’! হিমাচল প্রদেশের মাণ্ডি কেন্দ্র থেকে বিজেপির তুরুপের তাস কঙ্গনা। শোনা যাচ্ছে, ‘ক্যুইন’-এর বিরুদ্ধে নাকি কংগ্রেসের তরফে লড়ছেন সেখানকার ‘রাজপুত্র’ বিক্রমাদিত্য সিং। যাঁর পারিবারিক রাজনৈতিক ব্যাকগ্রাউন্ডও বেশ পোক্ত। মা-বাবা দুজনেই হেভিওয়েট রাজনীতিক হিসেবে পরিচিত হিমাচলে। ইতিমধ্যেই প্রচারের ময়দানে ‘রাজা’কে কিস্তিমাত দিচ্ছেন ‘ক্যুইন’। বিক্রমাদিত্যর মা প্রতিভা সিং কংগ্রেস সাংসদ। বাবা বীরভদ্র সিং ছিলেন ৬ বারের মুখ্যমন্ত্রী। স্বর্গত পিতার পথে হেঁটে বর্তমানে নগরোন্নয়ন মন্ত্রীর দায়িত্বে বিক্রমাদিত্য। গান্ধী পরিবারের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তাঁদের। দিন কয়েক আগেই কঙ্গনাকে কটাক্ষ করে বিক্রমাদিত্য সিং বলেছিলেন, “হিমাচল দেবদেবীদের স্থান। দেবভূমি বলা হয়। এখানে গোমাংস ভক্ষণকারীরা ভোটে

লড়ছেন। এটা কিন্তু হিন্দু সংস্কৃতির জন্য ভীষণ উদ্বেগের। যার রাজনীতির সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই সেও টিকিট হে রাম ওঁকে বুদ্ধি দিন।” শুধু তাই নয়, বিজেপির তারকা প্রার্থীকে ‘কন্ট্রোভার্সি ক্যুইন’ বলেও তোপ দাগেন তিনি। এবার সেই প্রেক্ষিতেই ফের রণংদেহি মেজাজে ধরা দিলেন পদ্মপ্রার্থী ‘ক্যুইন’। কোনওরকম রেয়াত না করেই মাণ্ডিতে প্রচারের মিছিলে বিক্রমাদিত্যর উদ্দেশে একেবারে চাঁচাছোলা ভাষায় কঙ্গনা রানাউত বলেন, “এটা তোমার বাপ-ঠাকুরদার সম্পত্তি নয় যে তুমি আমাকে ধমকে, ভয় দেখিয়ে ফেরৎ পাঠাবে। এটা মোদির নতুন ভারত, যেখানে ছোট, দুস্থ চা বিক্রেতা এখন দেশের প্রধান সেবক।” শুধু তাই নয়, রাহুল গান্ধীকে বড় পাপ্পু এবং বিক্রমাদিত্যকে ছোট পাপ্পু বলেও কটাক্ষ করেন কঙ্গনা রানাউত। তাঁর সংযোজন, “একজন দিল্লিতে থাকে, আরেকজন হিমাচলে। বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞেস করতে চাই, ও আমাকে অশুচি কেন ভাবে? আমি মুম্বইতে নিজের পায়ের তলার মাটি শক্ত করতে বাবা-মায়ের নাম ব্যবহার করিনি বলে? বলিউডেও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়েছি, এখানেও লড়ব।”